বৃহত্তর ভারতের পূজাপার্বণ

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের "আশুতোষ"
অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর
শাস্ত্রী মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত)

স্বামী সদানন্দ

বেঙ্গল পাবলিশিং হোম
কলিকাতা।
১৩[illegible]

প্রকাশক—
শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
চাতরা বাজার রোড,
শ্রীরামপুর

শ্রীহরিচরণ সিংহ কর্তৃক
এলবিয়ন প্রেস
১৬, অ্যান্টনি বাগান লেন হইতে
মুদ্রিত

পরহিতব্রত সাহিত্যানুরাগী, সদাশয়

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের

করকমলে——

সদানন্দ গিরি

ভূমিকা

অমৃত বাজার পত্রিকা, বিশাল ভারত, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকার পাঠকগণের নিকট স্বামী সদানন্দ গিরির নাম সুপরিচিত। তিনি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া বৃহত্তর ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের অনেক বিবরণ ঐ সকল পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। বৃহত্তর ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, নীতি, শিল্প, ও কলা প্রভৃতি না জানিলে ভারতকে সম্পূর্ণ জানা যায় না। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত এ দিক্‌টা একবারে চাপা পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইহা ক্রমশ প্রকাশ লাভ করিতেছে। আমাদের "বৃহত্তর ভারত পরিষৎ" ইহার দীপ জ্বালিয়া ধরিয়াছেন। আজ বৃহত্তর ভারতের বিবরণ জানিবার জন্য অনেকের মধ্যে একটা ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। এখন ইহার নিবারণের জন্য বঙ্গভাষায় কতকগুলি পুস্তক আবশ্যক। পূর্বে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীতে নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে বৃহত্তর ভারতের অনেক কথা শুনাইয়াছেন। আজ স্বামী সদানন্দ গিরি মহাশয় এই পুস্তিকাখানি প্রকাশিত করিতেছেন। পাঠকেরা ইহাতে বৃহত্তর ভারতের কোন কোন বিষয়ে কিছু-কিছু বিবরণ পাইবেন।

যথার্থ বিবরণ হইতে সঙ্কলিত সিদ্ধান্ত সকল সময়ে সকলের নিকট সমান না হইতেও পারে। কিন্তু আসল বিবরণটি পাওয়া আবশ্যক। পাঠকেরা এই পুস্তিকায় তাহার কিছু-কিছু পাইবেন, এবং বুঝিতে পারিবেন, হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃহত্তর ভারতে কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১২ই বৈশাখ, ১৩৪৪।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

নিবেদন

ওঁ নমঃ শিবায়। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আমি, ভ্রমণেই আমি অভ্যস্ত। কিন্তু আমার এই ভ্রমণ একেবারে উদ্দেশ্য-বিহীন নয়। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির উপর একটা গভীর শ্রদ্ধা আমাকে চিরকালই আকর্ষণ করিয়াছে হিন্দুদের ধর্ম ও কীর্তি-কাহিনীর স্মৃতি বুকে করিয়া আজও যে স্থানগুলি কালকে উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের অভিমুখে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান এবং কৈলাস ও মানসসরোবর পরি-ভ্রমণ করিবার পর যবদ্বীপ, শ্যাম, কাম্বোজ প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত স্থান সমূহের গৌরবময় ইতিহাস, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য আমাদিগেরই পূর্বপুরুষ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণের অপূর্ব প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ-কাহিনী আমার মনকে এই সকল স্থানাভিমুখী করিয়া তোলে এবং ১৯৩২ সালে আমি আমার মনের আকাঙ্খা পূরণের সর্ব-প্রথম সুযোগ পাই। ভারতের উদার হৃদয়ের পরিচায়ক বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত মন্দিরগুলি, তাহাদের অপূর্ব স্থাপত্য শিল্প, বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও তাহাদের ভাস্কর্য-রীতি এবং তথাকার অধিবাসিদের সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা পদ্ধতি প্রাচীন ভারতের কথা স্বতই স্মরণ করাইয়া দেয়। বস্তুত বৃহত্তর ভারত তাহার বিগত দিনের সমগ্র ঐশ্বর্য সম্ভার

লইয়া আমার মনে একটা গভীর রেখাপাত করে। ১৯৩৫ সালে পুনরায় আমি ঐ সকল স্থানে গমন করি এবং দেশে ফিরিয়া বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথা বিভিন্ন পত্রিকায় এবং "বৃহত্তর ভারত পরিষদের" উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কয়েকটী সভায় বক্তৃতা দিয়া প্রকাশিত করি। ইহার পর পুনরায় ১৯৩৬ সালে আমি ঐ সকল স্থানে পর্যটন করিয়া আরও নূতন তথ্য ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। আমার পূর্ব-প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এবং নূতন অভিজ্ঞতার কিছু কিছু পরিশিষ্টাকারে সংযোজিত করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত করিতেছি। বৃহত্তর ভারতের পূজায় ব্যবহৃত মন্ত্রাদি যাহা সেই স্থানের 'পদণ্ড' বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা অধিকাংশ স্থলেই সহজবোধ্য না হওয়ায় বৃহত্তর ভারতের মন্ত্র সম্বন্ধীয় লেখাটীর জন্য Tyra De Kleenএর জার্মান ভাষায় লিখিত Mudras Auf Bali নামক পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। তজ্জন্য আমি উক্ত গ্রন্থকারের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ভ্রমণ ব্যপদেশে বৃহত্তর ভারতের যে সকল পণ্ডিত ও বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ সুধীগণের সহিত আমার পরিচয় ঘটে তাঁহাদের মধ্যে Dr. V. Goloubew, Mr. Luang Boribal Buribhand, Mr. H. D. Collings, Dr. Poerbatj-araka, J. Y. Claeys. Dr. A. N. J th. a th, van der Hoop. Dr. A. J. Bernet Kempers,

Dr. K. C. Cruq. প্রভৃতির নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহাঁরা, নানা তথ্য ও উপকরণাদি দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন ইহাদের সাহায্য ব্যতীরেকে এই পুস্তক প্রকাশ দুরূহ হইত।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এবং বিখ্যাত ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নানাভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত এবং অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উদারতা পণ্ডিতোচিত মনেরই একান্ত পরিচায়ক।

'এষার কবি' ও 'রবীন্দ্রনাথ'-রচয়িতা সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া সংশোধন করিয়া দিয়া এবং ফরাসী ভাষাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র দে মহাশয় বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধীয় ফরাসী পুস্তকাদির স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহুতথ্য-সম্বলিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করি সেরূপ বিদ্যা আমার নাই, সে কাজও আমার নয়। সাধারণ ধারণায় আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল এই পুস্তিকা, ইহাতে ত্রুটি বিচ্যুতি, ভুল ভ্রান্তি হয়ত অনেক থাকিয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে পাঠকবৃন্দের আমি

সহানুভূতি প্রার্থনা করি। এখনও বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য ভারতে প্রচারিত হয় নাই। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের দৃষ্টি যদি এই দিকে আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে ভারতের পুরাতন ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় হয়ত সংযোজিত হইতে পারে। আমাদিগেরই পূর্বপুরুষগণের কীর্তিকলাপের আরও নূতন কথা হয়ত আমরা শুনিতে পাই। ইতি—

গ্রন্থকার

তথাগত বুদ্ধদেবের অসংখ্য মূর্তি ও বহু বৌদ্ধ মন্দির যে যুগে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে সুদূর প্রাচ্যে প্রসারিত করিয়াছিল, তাহার বহু শতাব্দী পূর্বে প্রাচীনতম হিন্দুধর্ম যে সেখানে জাঁকিয়া বসিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহত্তর ভারতের পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দেব-দেবীর সংখ্যাতীত মূর্তি হইতে। ভারতবাসী হিন্দুরা সর্ব প্রথমে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত কাম্বোজ (Cambodia) ও শ্যাম রাজ্যে (Siam) উপনিবেশ স্থাপিত করেন ও তৎপরে তাঁহারা যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও সমুদ্রবেষ্টিত অন্যান্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপ সকল অধিকার করেন। কাম্বোজের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন আঙ্কর-মঠের (Angkor-Vat) দেবতা বিষ্ণুর মূর্তি ব্যতীত অন্যান্য মঠ বা মন্দিরে মূর্তিময় শিবের আসন আছে। আঙ্কর-মঠের স্থাপত্যে আমরা যেমন আশ্চর্য শিল্প-

নৈপুণ্য দেখিতে পাই, সেইরূপ এই মঠ বা মন্দিরের দেবতা বিষ্ণুর মূর্তিতে আমরা যে অনিন্দ্য সৌষ্ঠব লক্ষ্য করি, তাহাতে মুগ্ধ হইতে হয়। কাম্বোজের পঞ্চমুখ শিবমূর্তিতে শিবের মুখগুলি পর পর উপরের দিকে সারি দিয়া রক্ষিত। শ্যাম-রাজ্যের রাজধানী বংককের মিউজিয়মে (National Museum) পিতলের চতুর্হস্ত-যুক্ত বিষ্ণুমূর্তি, পিতলের ধরিত্রী-দেবীর মূর্তি, পিতলের পূর্ণাবয়ব শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি ব্যতীত নানা হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি রক্ষিত দেখা যায়। গণেশের একটি বিচিত্র-দর্শন মূর্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই গণেশের নরমুণ্ডের আসন, নরমুণ্ডের কর্ণ-ভূষণ ও মস্তকোপরি নরমুণ্ড রক্ষিত। যবদ্বীপের অন্তর্গত বাতাবিয়ার (Batavia) মিউজিয়মেও পিতলের শিবমূর্তি, তারামূর্তি ও অষ্টহস্ত-বিশিষ্ট শিবাসনা শক্তিধর ত্রৈলোক্যবিজয় মূর্তি দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, বৃহত্তর ভারতে হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ম্য একসময়ে সেখানকার হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের জাতীয় হৃদয়ের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছিল।

দুই হাজার বৎসর পূর্বে বৃহত্তর ভারত হিন্দু রাজত্বের সমকালে 'শিবময়ম্' ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কাম্বোজ, শ্যামরাজ্য, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের সর্বত্র শিবমূর্তি ও শিবমন্দির দেখা যায়। মন্দিরগুলির মধ্যে পরবর্তী যুগে যেগুলি বৌদ্ধ মঠের আদর্শে নির্মিত, সেগুলির গঠন প্রায় সকল

স্থানেই অনেকটা ব্রহ্মদেশের প্যাগোডার ন্যায়। এই শ্রেণীর মন্দিরের একাধিক ছাদ পর পর উর্ধ্বে উঠিয়াছে। সাত, নয়, এমন কি, একাদশ ছাদযুক্ত এই শ্রেণীর শিবমন্দির আছে। বৃহত্তর ভারতে লিঙ্গময় শিবের সংখ্যা খুব কম। পূর্ণাবয়ব শিবমূর্তিই সর্বত্র দেখা যায়। মূর্তিময় পঞ্চমুখ শিবের মুখগুলি উল্লিখিত কাম্বোজের শিবমূর্তির ন্যায় কোনও কোনও স্থানে পর পর উর্ধ্বে উঠিয়াছে। এই প্রকার বিচিত্র-দর্শন পঞ্চমুখ শিবের আদর্শে উল্লিখিত প্যাগোডা-শ্রেণীর শিব-মন্দিরের ছাদগুলি নির্মিত কি না, তাহা যদিও নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের নানা স্থানে বহুহস্ত ও একাধিক মুখ-বিশিষ্ট শিবমূর্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে শিল্প-প্রতিভা বহু শতাব্দী পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের শিবমূর্তিতে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাকেই অনুসরণ করিয়া প্রাচীন কালে বৃহত্তর ভারতে বিচিত্র-দর্শন শিবমূর্তি সকল নির্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারত ও বৃহত্তর ভারতের বৈচিত্র্যময় শিবমূর্তির গঠনপ্রণালীতে এমন এক আশ্চর্য ঐক্য দেখা যায় যে, শিল্পের দিক হইতে অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ভারতবর্ষ ও সুদূর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন। শ্যামরাজ্যের রাজধানী বংকক ও যবদ্বীপের রাজধানী বাতাবিয়ায় যে দুইটি মিউজিয়ম্ আছে, সেখানে নানা প্রকার

বিচিত্র-দর্শন শিবমূর্তি সংগৃহীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত। এই দুইটি মিউজিয়ম্ বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস-লেখকের যে উপযুক্ত পাঠাগার তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এক্ষণে বলা আবশ্যক যে, কাম্বোজ (Cambodia) বর্তমানে ইন্দো-চীনের (Indo-China) অন্তর্গত ফরাসি-অধিকৃত দেশ ও ইহার অধিবাসিগণ সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কাম্বোজের হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরগুলি অনেক স্থানে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। ডাচ্ অধিকৃত যবদ্বীপের হিন্দু মন্দিরগুলিরও অবস্থা নানাস্থানে তদ্রূপ। বর্তমান সময়ে য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টার ফলে বৃহত্তর ভারতের প্রাচীন হিন্দুদেব-দেবীর মন্দিরগুলির প্রতি স্থানীয় শাসকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে ও উক্ত দুইটি মিউজিয়মে হিন্দুদেব-দেবীর মূর্তি ও ভগ্নাবশিষ্ট হিন্দু মন্দিরের গাত্র হইতে ভ্রষ্ট শিলাময় নানা প্রকার মূর্তি সংগৃহীত হইতেছে। ডাচ্ অধিকৃত বলিদ্বীপেই আমরা বর্তমান সময়ে খাঁটি হিন্দুধর্মকে জীবন্ত অবস্থায় দেখিতে পাই। সেইজন্য বলিদ্বীপের হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিগুলির আজ পর্যন্ত পূজা চলিয়া আসিতেছে। বৃহত্তর ভারতে লিঙ্গময় শিবমূর্তির সংখ্যাল্পতা হইতে অনুমান করা যায় যে, দক্ষিণ-ভারতের বামাচারী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য সুদূর প্রাচ্যে কোনও কালে অনুভূত হয় নাই। বামাচারী শৈব সম্প্রদায় ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিবার বহু পূর্বে হিন্দুরা ধর্মশাস্ত্রোক্ত অবয়ববিশিষ্ট শিব-

অষ্টভুজা ত্রৈলোক্যবিজয়া মূর্তি, ব্যাটেভিয়া মূর্তিশালা

নৃসিংহ মূর্তি, (আংকরমঠ)

মূর্তিকে যে সুদূর প্রাচ্যে জাতীয় দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। বৃহত্তর ভারতে হিন্দুধর্মের প্রাচীনত্ব সেইজন্য এই প্রকার অবয়ব-বিশিষ্ট শিবমূর্তি হইতে সপ্রমাণ হইতেছে।

হিন্দুধর্মোক্ত ত্রয়ীতত্ত্বের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ভারতবর্ষে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মূর্তিপূজা প্রাচীনতম কালে প্রচলিত থাকিলেও এক্ষণে তাহা এক রকম লোপ পাইয়াছে। ভারতবর্ষে পালনকর্তা বিষ্ণুর মূর্তিপূজা রামাবতার ও কৃষ্ণাবতারের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের অঙ্গীভূত হওয়াতে বিষ্ণু-মূর্তির আকার-ও লীলাতত্ত্বের খাতিরে পরিবর্তিত হইয়া আশ্চর্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষে মহেশ্বর ধ্বংসকর্তা ও সেইজন্য পুনর্গঠনের কারণ হইলেও শিবের মঙ্গলময় ও সৌন্দর্যময় মূর্তি হইতে যে শৈবধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার শিবমূর্তির পূজা চলিয়া আসিতেছে সত্য, কিন্তু বৃহত্তর ভারতে আমরা নানা স্থানে শিবের যে রুদ্রমূর্তি দেখিতে পাই, তাহার অনুরূপ কোনও কিছু ভারতবর্ষে দেখিতে পাই না। দক্ষিণ-ভারতের স্থানে স্থানে তবু শিবের নটরাজ ও অন্যান্য মূর্তিতে কতকটা রুদ্রভাব অভিব্যক্ত, কিন্তু হিন্দু ভারতের আদর্শ শিবমূর্তিতে এমন এক নির্বিকার ভাব লক্ষিত হয়, যাহার তুলনা বৃহত্তর ভারতের শিবমূর্তিতে আছে বলিয়া মনে হয় না। বৃহত্তর

উপনীত হইতে হয় যে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বৃহত্তর ভারতে যে সময় অনুভূত হইতে আরম্ভ হয়, সে সময়ে ও তাহার পরবর্তী সময়েও রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক ধর্মতত্ত্ব সেখানে প্রবেশ লাভ করে নাই। বৃহত্তর ভারতে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, রাম প্রভৃতি দেব-দেবীর উপাসক তখনও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপই আছে।

বৃহত্তর ভারতের স্থানে স্থানে শিব ও গণেশের মূর্তির সহিত কঙ্কালময় নরমুণ্ডের সংযোগ দেখিয়া মনে হয় যে, ভারতবর্ষের তন্ত্রোক্ত হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রাচীনকালে সেখানকার নবাগত বৌদ্ধধর্মকে বিধ্বস্ত করিয়া মৃতপ্রায় প্রাচীনতর হিন্দুধর্মকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহা হইলেও, তন্ত্রশাস্ত্রের ছায়ায় বৃহত্তর ভারতে শৈব শাক্ত বা গাণপত্য নামধারী কোনও সম্প্রদায়বিশেষ জন্মলাভ করে নাই। বৃহত্তর ভারতে, বিশেষত বলিদ্বীপে ব্রাহ্মণ. ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র. এই চারিবর্ণ ও শিল্পীজাতিগণের অস্তিত্ব এখনও লোপ পায় নাই বটে, কিন্তু ধর্ম-সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুরা দুইটিমাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত। হিন্দুসমাজ দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করে, বৌদ্ধসম্প্রদায় বুদ্ধদেবের মূর্তি পূজা করে। তবে, যবদ্বীপের অন্তর্গত যোক্‌জাকর্‌তার সন্নিকটে বোরোবুদুর্ নামে জগদ্বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপের গাত্রে শিলাময় মূর্তিবহুল স্থাপত্যে সমগ্র জাতকমালা ও ললিতবিস্তরের যে আখ্যানগুলি অনূদিত,

গণেশ, চম্পা।
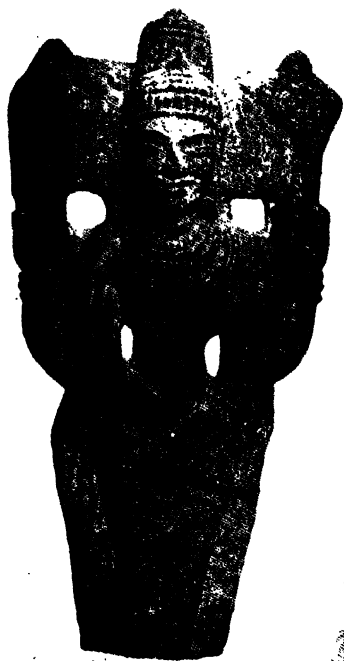
বিষ্ণু, শ্যাম

তাহাতে পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেবীর আভাসমাত্র পাওয়া যায়। যে সকল দেব-দেবী পূজা ও আরাধনার বস্তু, তাঁহাদের আসন মন্দিরাভ্যন্তরে, মন্দিরের গাত্রে নয়। বোরোবুদুরের বৌদ্ধ মন্দিরের ন্যায় যবদ্বীপে বিষ্ণু ও শিবের মন্দিরও আছে। বৌদ্ধ মন্দির ও বুদ্ধদেবের বিবিধ মূর্তির কথা এস্থলে আপাতত উল্লেখমাত্র করা হইল। বৃহত্তর ভারতে হিন্দু দেব-দেবীর বৈচিত্র্যময় মূর্তির বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, স্থানে স্থানে এই সকল মূর্তিতে যাভানিক উপধর্মের ও উপশিল্পের ছায়াপাত হইয়াছে। বাস্তবিক, বৃহত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র আকারবিশিষ্ট হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তির গূঢ় রহস্য উদঘাটন করিতে হইলে সেই সকল স্থানের আদিম যাভানিক জাতিগুলির ধর্মসম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করা দরকার। লোলরসনা দুর্গার ভীষণ মূর্তিতে যাভানিক রাক্ষসী রণদার মূর্তির যে অনেকটা আভাস পাওয়া যায় তাহা অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। মালয় জাতিগণের সহিত কতকটা শোণিতের সংমিশ্রণের ফলে যেমন সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের আকারে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল, সেইরূপ মালয় দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন দেব-দেবীগণের মূর্তির আদর্শে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি-নির্মাতা শিল্পীরাও যে ভারত-বর্ষের হিন্দু দেব-দেবীবিশেষের আকার আংশিকভাবে পরি-বর্তন করিয়াছিল, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। সেইজন্যই

আমরা বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত বলিদ্বীপে শক্তিময়ী দুর্গার মূর্তিতে যাভানিক রাক্ষসী রণদার ভীষণ মূর্তির আভাস পাই। কেবল তাহাই নহে, প্রত্যেক হিন্দুমন্দিরে অবস্থিত বিগ্রহের রক্ষকরূপে একাধিক রাক্ষসমূর্তি মন্দিরের বহির্দেশে রক্ষিত দেখা যায়। ভীষণ ও বিচিত্রদর্শন শিবানুচরগণের মূর্তির আদর্শে আলোচ্য রাক্ষস-মূর্তি সকল কল্পিত হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর ভারতের প্রত্যেক গর্ভ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তিতে আমরা আর্যগণের জাতিগত যে মুখশ্রী প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহার সহিত মন্দিরের বহির্ভাগে, প্রাঙ্গণে, দ্বারদেশে রক্ষিত রাক্ষস-মূর্তির তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহা অনার্যের কুৎসিত মুখের আদর্শে নির্মিত। বস্তুত আর্য ও অনার্য-শোণিতের, আর্য ও অনার্য সভ্যতার, আর্য ও অনার্য শিল্পের সংমিশ্রণ কাল্পনিক একটা কিছু নয় যে, তাহার প্রমাণ দক্ষিণ-ভারত ও বৃহত্তর ভারতে যেমন পাওয়া যায়, তেমন আর হিন্দু জগতের অন্য কোনও স্থানে পাওয়া যায় না। অনার্যগণের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র অভিযান আর্যাবর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া লঙ্কাদ্বীপে শেষ হইয়াছিল, তাহার ফলে বিজেতা ও বিজীতদের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষকে হিন্দুধর্মে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বর্ণ বিভাগের নিয়মানুসারে শৌর্য-বীর্যসম্পন্ন অনার্য রাক্ষসগণ

ক্ষত্রিয়ের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের আদিম অধিবাসিগণ কিন্তু আর্যসভ্যতা ও আর্যধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহাদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছিল। দক্ষিণ-ভারত হিন্দুস্থানের সহিত মিশিয়া গেলেও আর্যভাষার দেবনাগরী বর্ণমালা গ্রহণ করে নাই। দক্ষিণ-ভারতের এই প্রাচীন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। দক্ষিণ-ভারত হিন্দুধর্মের বিজয়-নিশান, হিন্দুর দেব-দেবী, হিন্দুর শিল্প ও হিন্দু-সভ্যতা বৃহত্তর ভারতে যেমন লইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত তেমনই তামিল ভাষা ও বর্ণমালাও লইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, দক্ষিণ-ভারতে আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণে যেমন দেব-দেবীর রূপে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল, বৃহত্তর ভারতেও সেইরূপ দক্ষিণ-ভারতের মিশ্রিত আদর্শের সহিত নানা বিষয়ে সেখানকার অনার্য আদর্শ মিশিয়া গিয়াছে। আমরা সেইজন্য বৃহত্তর ভারতের দেব-দেবীর মূর্তিতে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি, তাহাতে আর্যজাতির ভাবধারায় উদারতার নিদর্শন স্তরে স্তরে মুদ্রিত দেখিতে পাই।

বৃহত্তর ভারতে দেবগণের মূর্তি বর্ণ দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। ব্রহ্মার বর্ণ রক্তাভ, শিবের বর্ণ শ্বেত ও বিষ্ণুর বর্ণ শ্যাম। বৃহত্তর ভারতের বৈচিত্র্যময় বর্ণ-বিশিষ্ট কুঞ্জে কুঞ্জে প্রকৃতিদেবী বর্ণের বিরাট মেলা খুলিয়া বসিয়া আছেন। এখানকার অধিবাসিগণের বেশভূষায় বিবিধ বর্ণের সমাবেশ

দেখিয়া বুঝা যায় যে, তাহারা বর্ণ-সৌন্দর্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী। উৎসব ও পর্বাদি উপলক্ষে তাহারা সভামণ্ডপ ও নাট্যাভিনয়ের আসর নানাবর্ণের পত্রপুষ্পে সুশোভিত করে। উল্লিখিত ত্রিবর্ণের একত্র সমাবেশ কিন্তু দেব-মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানে স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের একত্ব যেন পরিস্ফুট করিয়া তুলে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৃহত্তর ভারতে মন্দির-বিশেষের সর্বপ্রধান দেবতার আসন মন্দিরের অন্তরতম স্থানে। প্রায় প্রত্যেক মন্দিরের সিংহদ্বারে গণেশের আসন। গর্ভ-মন্দির ও সিংহদ্বারের মধ্যে যে প্রাঙ্গণময় ব্যবধান, সেইখানেই অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট মন্দির চারিধারে অবস্থিত ও সকল মন্দিরেই অন্যান্য দেবতার আসন। গর্ভ-মন্দির সর্বোচ্চ স্থানে নির্মিত হয় ও এই স্থানের নাম "মেরু"। বলিদ্বীপের শিব-মন্দিরে সূর্যাকৃতির অনুরূপ মণ্ডলাকার চক্র ভারতবর্ষের মন্দিরের চূড়ার কথাই ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। দক্ষিণ-ভারতের উৎকল প্রদেশে কণারকের সূর্য-মন্দির যে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম না হউক, বহু প্রাচীনকালের মন্দির, তাহা য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। চক্রাকার সূর্যমূর্তির পূজা এক্ষণে ভারতবর্ষে লোপ পাইলেও আদিত্যের স্তব প্রকারান্তরে হিন্দুমাত্রেই করিয়া থাকেন। মন্দিরচূড়ার মণ্ডলাকার চক্রে উদয়োন্মুখ সূর্যের রশ্মি পতিত হইয়া সূর্যমূর্তিরই চিত্র হিন্দুর নয়নে প্রতিভাত হয়। যে যুগে ভারতবর্ষে সূর্যপূজা

অমিতাভ, বোস্টন মিউজিয়াম

লোকেশ্বর বোধিসত্ত্ব (ব্যাঙ্কক জাতীয় মূর্তিশালা)

রহিত হইয়া মন্দির-চূড়ায় সূর্যাকার চক্র স্থাপিত করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই যুগে বা তাহার পরবর্তী কালে বৃহত্তর ভারতে দেবমন্দিরের অঙ্গস্বরূপ চক্রের প্রচলন যে হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অগ্নি ও উত্তাপের অনন্ত আধার-স্বরূপ চক্রাকার সূর্যের স্তব বৈদিকযুগ হইতে হিন্দু জগতের সর্বত্র চলিয়া আসিতেছে। বৃহত্তর ভারতেও সেই জন্য "চক্র" যে দেব-মন্দিরে স্থান পাইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। বলিদ্বীপে "মেরুর" পাদদেশে বাসুকি বেষ্টিত কুর্মের মূর্তি দেখিয়া মনে হয় যে, পুরাণোক্ত পৃথিবীর চিত্রই এই মূর্তিতে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সর্পসঙ্কুল সমুদ্রের উপরে কূর্মপৃষ্ঠে সর্বোচ্চ পর্বত "মেরুর" উপরিভাগে দেবাদিদেব শিবের মন্দির ও মন্দির-চূড়ায় সূর্য সদৃশ "চক্র" দেখিয়া হয় ত কেহ কল্পনা করিতে পারেন যে, এইরূপে দৃশ্যমান জগতের বিরাট চিত্র যে শিল্পী রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিভা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিল। বলিদ্বীপে ধান্যাদি শস্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীর পূজা যেমন সমারোহের সহিত হইয়া থাকে, মেঘ ও জলের দেবতা বরুণের পূজাও সেইরূপ সমারোহে সম্পন্ন হয়।

আধুনিক সময়ে কয়েক জন য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রশংসনীয় চেষ্টার ফলে কয়েকটী চণ্ডী মন্দিরও বৃহত্তর ভারতের কোনও কোনও স্থানে, বিশেষত কাম্বোজ ও যবদ্বীপে আবিষ্কৃত

হইয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে কাম্বোজ, যবদ্বীপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপে বহু মন্দির ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইয়াছে। সেই কারণে আপাতত বৃহত্তর ভারতে সর্বপ্রথম হিন্দু ঔপনিবেশিক-গণের সময়ে হিন্দু দেব-দেবীর সংখ্যা যে কত ছিল, তাহা নির্ধারণ করা যায় না। কেবল বলিদ্বীপেই আমরা জীবন্ত হিন্দু সমাজে যে সকল দেব-দেবীর অর্চনা নিয়মিতভাবে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে দেখিতে পাই, তাঁহাদের পরিচয় হইতে সমগ্র বৃহত্তর ভারতের অতীত ইতিহাস সঙ্কলন করার চেষ্টাও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তবে, ভবিষ্যতে কোনও সুযোগ্য ইতিহাস-লেখকের সুবিধা হইতে পারে, এই আশায় এস্থলে কতকগুলি উপকরণমাত্র সংগৃহীত করা হইল। শঙ্খ চক্র, গদা, পদ্মধারী বিষ্ণুর মূর্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বৃহত্তর ভারতে দেবমূর্তি-নির্মাতা শিল্পিগণ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত বিষ্ণুর বর্ণনাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্তি বৃহত্তর ভারতের নানা স্থানে মন্দির প্রাঙ্গণে দেখা যায়। বলিদ্বীপে সেইরূপ ব্রহ্মার বাহন হংস ও শিবের বাহন বৃষের মূর্তিও বিশিষ্ট স্থানে রক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রাগৈতিহাসিক যুগের বারং নামে শার্দুলের ভীষণ মূর্তি, দৈত্য-দানব-সরীসৃপের মূর্তি, সিংহাদি নানা প্রকার পশু ও জলজন্তুর ভীষণাকার মূর্তিসকলও মন্দির-প্রদেশের কোনও না কোনও স্থানে দেখা যায়। ভারতবর্ষে

শিবের বাহন বৃষের মূর্তি ব্যতীত মন্দিরে অন্য কোনও দেবতার মূর্তিময় বাহন প্রায় দেখা যায় না। বৃহত্তর ভারতের বহু মন্দিরে গরুড় ও হংসের মূর্তির বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সবাহন দেবমূর্তির আদর্শ সুদূর প্রাচ্যে ভারতবর্ষ হইতে যে সময় হিন্দুরা লইয়া গিয়াছিল, সে সময়ে পৌরাণিক যুগের প্রভাব লোপ পায় নাই।

বৃহত্তর ভারতে দেব-দেবীর মূর্তি-পূজায় আমরা হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের যে ঐকান্তিক ভক্তির পরিচয় পাই, তাহাদের বীর-পূজাতেও আমরা তদনুরূপ একাগ্রতা ও উৎসাহ লক্ষ্য করি। মহাভারতের কৃষ্ণ-সখা অর্জুনের অসংখ্য মূর্তি বৃহত্তর ভারতের নানা স্থানে আছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিষ্ণু-মূর্তির পূজা বৃহত্তর ভারতে হয়, কৃষ্ণমূর্তির অস্তিত্ব সেখানে *বিরল ; কিন্তু বীরাগ্রগণ্য অর্জুনের মূর্তি যেখানে সেখানে দেখা* যায়। বলিদ্বীপের বীর-হৃদয় হিন্দু অধিবাসিরা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মুসলমান-অধিকৃত যবদ্বীপ হইতে বলিতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। ডাচ্‌দিগের সহিত তাহারা খৃষ্টীয় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহুবার যুদ্ধ করিয়া শেষে হলাণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। বলিদ্বীপে মুসলমানের সংখ্যা খুব কম। এখানকার হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ ত্রিশ বৎসর পূর্বেও স্বাধীন ছিল। তাহারা এক্ষণে স্বাধীনতা হারাইলেও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য

ভাব-ধারার দাস হয় নাই। বলিদ্বীপবাসী হিন্দুর হৃদয়ে এখনও সেইজন্য অর্জুনের ন্যায় নির্মল-চরিত্র আর্য বীরের আদর্শ মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণকে তাহারা চিনে না, শস্ত্রপাণি অর্জুনকে তাহারা বীরত্বের মূর্তিময় অবতার-রূপে পূজা করিয়া থাকে। বৃহত্তর ভারতের মন্দিরে মন্দিরে যেমন হিন্দুর দেব-দেবীরা বিরাজ করিতেছেন, সু-প্রসিদ্ধ মন্দির সকলের গাত্রে সেইরূপ রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনাবলী হইতে বীরত্বের কাহিনীগুলি পাষাণের ভাষায় মূর্ত হইয়া সুদূর প্রাচ্যে হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দুর সংস্কৃতি জগতের সমক্ষে ব্যক্ত করিতেছে।

নর্তকী, (যবদ্বীপ)

অর্ধনারীশ্বর, নবদ্বীপ

আমোদ-প্রমোদ

অত্যন্ত আধুনিক সময়ে সুদূর প্রাচ্যে অবস্থিত বিস্মৃতপ্রায় বৃহত্তর ভারতের প্রতি এদেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা কিন্তু গবেষণার আলোক কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ ও বলি প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে সু-প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ বৌদ্ধমঠ সকলের ভগ্নাবশেষের উপর নিক্ষেপ করিয়া তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ভগ্নস্তূপের অভ্যন্তরে যে সত্য লোকনয়নের অন্তরালে নিহিত রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষে বা স্থানবিশেষে প্রত্নতাত্ত্বিককে বহু বৎসর অবস্থান করা দরকার। এই প্রকার দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার জন্য কোনও বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, এমন কথা আজ পর্যন্ত কেহ শুনে নাই। বিদেশ-ভ্রমণ ব্যপদেশে যতটুকু তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে তাহার উপর নির্ভর করিয়া সুদূর প্রাচ্যে অতীত হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাস

প্রনয়ণ করাও যুক্তিযুক্ত নয়। বৃহত্তর ভারতের বর্তমান জীবন্ত সমাজের আলোচনা করিলে কিন্তু অনেক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইবে তাহা অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজে লাগিতে পারে। এস্থলে বলা দরকার যে, বলি-দ্বীপেই জীবন্ত হিন্দুধর্মের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় অনুভূত হয়। কাম্বোডিয়া ও যবদ্বীপে মুসলমানের সংখ্যা অত্যধিক, কিন্তু ডাচ্-অধিকৃত হিন্দুপ্রধান বলিদ্বীপের ন্যায় ফ্রেঞ্চ-অধিকৃত কাম্বোডিয়া ও ডাচ্-অধিকৃত যবদ্বীপের মুসলমানগণের আমোদ-প্রমোদেও আমরা হিন্দু-আদর্শের সুস্পষ্ট প্রভাব উপলব্ধি করি।

বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ডাচ্ ভারতের (Netherland-India) অধিকারে বলিদ্বীপের হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রভাব যে খুব বেশী তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যাভিনয় বলিদ্বীপের বর্তমান হিন্দু-সমাজের সর্ব প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। এখানকার নৃত্যশীলা হিন্দু মহিলাগণ উৎকৃষ্ট বেশভূষায়-ভূষিতা হইয়া সর্বপ্রথমে দেব-মন্দিরে গমন করেন। সেখানে পুরোহিত তাঁহাদিগকে প্রসাদ বিতরণের সংগে সংগে তাঁহাদিগের ললাটে চন্দনবৎ দ্রব্যবিশেষের তিলক দিবার পরে উক্ত মহিলাগণ সুবৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় আসরের মধ্যে গমন করেন। এই প্রসর আচ্ছাদনহীন আসরে বাদ্যযন্ত্র সহকারে নৃত্য ও গীত আরম্ভ হয়। এমন মনোমুগ্ধকর নৃত্য,

গীত ও বাদ্যে মুখরিত আসরের ব্যবস্থা প্রায়ই হইয়া থাকে। জন্মোৎসব, বিবাহোৎসব ও ধান্যোৎসব ব্যতীত অন্যান্য লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের সময়েও বলিদ্বীপের হিন্দু অধিবাসিগণ জাঁকজমকের সহিত উক্ত প্রকার জলসার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। গামেলান্ (Gamelan) বা বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতান-বাদনে ধাতুময় একটি যন্ত্র যাহা হইতে জল-তরঙ্গের ন্যায় কাঠির সাহায্যে সুর বাহির করিতে হয় তাহার তুলনা বাদ্যযন্ত্রের জগতে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। গামেলানে সাতটির পরিবর্তে পাঁচটি সুর শুনা যায়। চারু-কলার সমঝদার পাশ্চাত্যের সমালোচকগণ আলোচ্য নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রকার আমোদ-প্রমোদে আর্টের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। লাস্যভাব-বর্জিত এই আমোদ-প্রমোদের সূচনায় দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিবার প্রথা হইতে বুঝা যায় যে, বলিদ্বীপের হিন্দুদের মধ্যে আলোচ্য ধর্মানুমোদিত সামাজিক ব্যাপারের উৎপত্তিস্থান দক্ষিণ-ভারত। ইতিহাসলেখকগণের মতে দুই হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দুরা দক্ষিণ-ভারত হইতে গমন করিয়া কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের দেব-মন্দির হইতে এখন পর্যন্ত নৃত্যশীলা দেবদাসিগণের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। সুদূর প্রাচ্যেও যে দক্ষিণ-ভারতের দেবদাসিগণের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীনকালের হিন্দু ধর্মানুমোদিত আমোদ-প্রমোদের প্রতিধ্বনি

শুনা যায় না, তাহা কে বলিতে পারে? দেশকালপাত্রভেদে যাহা এক সময়ে দক্ষিণ-ভারতে হিন্দু-ধর্মের অঙ্গ ছিল ও এখনও আছে, তাহাই পরিবর্তিত আকারে বলিদ্বীপের সামাজিক ব্যাপারে পরিণত হইয়া নূতন ধরণের লৌকিক ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে শৈবধর্মের প্রাধান্য দক্ষিণ-ভারতেই অনুভূত হয়। কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপেও আমরা অসংখ্য শিব-মন্দির দেখিতে পাই। সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু-রাজত্বের সহিত হিন্দুধর্ম ও হিন্দুপ্রথা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু শতাব্দী পরে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। বর্তমান সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বৌদ্ধযুগের মঠ-সমূহের স্থাপত্য-শিল্পের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ফলে বলিদ্বীপে প্রাচীনতর হিন্দুধর্মের চাক্ষুষ প্রমাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন। বৃহত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইলেও বলিদ্বীপের জীবন্ত হিন্দুসমাজে প্রাচীনতম হিন্দুধর্মের প্রভাব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। বৌদ্ধমঠ ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু হিন্দুর দেব-মন্দির সর্বত্র নির্মিত হইয়া স্থানীয় হিন্দুদের ধর্মকে সজাগ রাখিয়াছে। বৃহত্তর ভারতের সর্বত্র আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া হিন্দুধর্মের এমন একটি সুর স্পষ্ট শুনা যায় যাহা হইতে উদ্যমশীল কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের মধ্যে যোগসূত্রের খেই সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

নাট্যকলার দিক হইতে বৃহত্তর ভারতে আমোদ-প্রমোদে যে আশ্চর্য বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। বলিদ্বীপের হিন্দুগণ নাট্যাভিনয়ের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাহাদের নাট্যাভিনয় কতকটা বঙ্গদেশের যাত্রাভিনয়ের অনুরূপ। ছায়াময় সুবৃহৎ বট-বৃক্ষের পাদদেশে খোলা যায়গায় এই নাট্যাভিনয়ের আসর প্রস্তুত হইয়া থাকে। রামায়ণ ও মহাভারতে বিবৃত ঘটনাবলী হইতে এই শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ের বিষয় নির্বাচিত হইয়া থাকে। নায়ক-নায়িকা ও পাত্র-পাত্রীর মূল আদর্শ বাল্মীকি ও বেদব্যাসের নাট্যশালা হইতে গৃহীত। রামায়ণ ও মহাভারতের এমন কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই যাহা বৃহত্তর ভারতের অধিবাসিগণ নাট্যাভিনয়ের মারফত বুঝিবার সুবিধা পায় না। জনসাধারণের শিক্ষাকার্যে আলোচ্য নাট্যাভিনয় যে সহায়তা করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আধুনিক সময়ে পাশ্চাত্যের আদর্শে কখন কখন আমরা রঙ্গমঞ্চে উপরোক্ত নাট্যাভিনয় দেখিতে পাই। বেশ-ভূষার হিসাবে আলোচ্য নাট্যাভিনয়ে দুই শ্রেণীর অভিনেতা ও অভিনেত্রী আবির্ভূত হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর অভিনয়ে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ আত্মগোপন না করিয়া স্ব স্ব মূর্তিতে আচ্ছাদনহীন আসরে বা রঙ্গমঞ্চে দেখা দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনয়ে কিন্তু তাহারা মুখোস লাগাইয়া আত্মগোপন করে। মুখোস দেখিয়া দর্শকগণ বুঝিতে পারে, কে কোন্ ভূমিকা

অভিনয় করিতেছে। দেব-দেবী, স্ত্রী ও পুরুষ, রাজা ও রাণী, রাক্ষস ও নট-নটীগণের মুখোস এমন হাস্যরসের অবতারণা করে যাহা যথার্থই উপভোগ্য।

জীবন্ত নর-নারীদ্বারা অভিনীত উপরোক্ত দুই শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ে রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানবিশেষের জীবন্ত চিত্রাবলী হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বলিদ্বীপে সুপ্রাচীন হিন্দু আদর্শকে সেখানকার হিন্দু অধিবাসীরা আজ পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। শুধু হিন্দুপ্রধান বলিদ্বীপ কেন, বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত বৌদ্ধপ্রধান কাম্বোডিয়া এবং মুসলমানপ্রধান যবদ্বীপেও রামায়ণ ও মহাভারতে বিবৃত ঘটনাবলীর অভিনয়ে হিন্দুর ন্যায় মুসলমানগণও যোগদান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বৃহত্তর ভারতের সর্বত্র রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলীর নির্বাক্ অভিনয়েরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দুই প্রকার নির্বাক্ নাট্যাভিনয় এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। এই দুই প্রকার অভিনয়ে জীবন্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পরিবর্তে চর্মনির্মিত ও চিত্রিত পুতুলের সাহায্যে অভিনয়কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। এমন চমৎকার পৌরাণিক ঘটনাময় দৃশ্য ভারতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই না। রামায়ণ ও মহাভারতে উক্ত চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশের নরপতিগণ ও তাঁহাদের স্বজনগণ যখন নাচের পুতুলরূপে অভিনয় করিতে থাকে তখন তাহাদের বিচিত্র ও বিসদৃশ আকার দেখিয়া

দর্শকগণ হাস্যরসের সহিত বিমল আনন্দ উপভোগ করে। এই প্রকার পুতুলের নাচেও আমরা বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর পুতুল-নাচে আমরা পুতুলগুলিকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাই। অপর এক শ্রেণীর নাচের পুতুলগুলিকে আমরা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তাহাদের ছায়া একখণ্ড শুভ্র ও সূক্ষ্ম পর্দার উপর পশ্চাৎ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সমগ্র দৃশ্যাবলীর গতিশীল ছায়া পর্দার সম্মুখস্থ দর্শকগণের দৃষ্টিতে সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়। এই ছায়া-নাট্য অভিনয় জগতে এক অপূর্ব জিনিষ। পুতুল-নাচ বা পুতুলের ছায়ার চিত্রে যখন পৌরাণিক ঘটনাবলী প্রকাশ পাইতে থাকে তখন এক ব্যক্তি উক্ত ঘটনাবলীর মর্ম বুঝাইয়া দিতে থাকে। তাহার নাম দালাং বা কথক। এই দালাং সহর বা গ্রামের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পাঠক ও পৌরাণিক সাহিত্যে রীতিমত অভিজ্ঞ।

বৃহত্তর ভারতের, বিশেষত হিন্দুপ্রধান বলিদ্বীপের আমোদ-প্রমোদের তালিকায় মোরগের লড়াই বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মুসলমানপ্রধান যবদ্বীপের ন্যায় বলিদ্বীপেও লড়ায়ের নিমিত্ত মোরগ সকল প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে রক্ষিত হয়। বলিদ্বীপের হিন্দুদের মধ্যে যেমন মোরগ পালন করা দূষণীয় নয় যবদ্বীপের মুসলমান-সমাজেও সেইরূপ রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পাংশের অভিনয় মুসলমান অভিনেতার পক্ষে দূষণীয় নয়। বৃহত্তর ভারতে

বিশিষ্ট মুসলমানগণ পৌরাণিক হিন্দুর বেশে অভিনেতৃরূপে নাট্যাভিনয়ের আসরে বিনা বাধায় দেখা দিয়া থাকে। বৃহত্তর ভারতের আমোদ-প্রমোদে সেইজন্য ধর্মবিদ্বেষের ছায়াপাত আজ পর্যন্ত হয় নাই। যবদ্বীপের অন্তর্গত যোক্‌জা বা যোক্‌জাকর্‌তার সুলতান উপরোক্ত ওয়াজাং (Wajang) বা পুতুল-নাচের এক জন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যোক্‌জাকর্‌তা ও সুরকর্‌তার সুলতানগণের প্রাসাদে (kraton) রাজবাড়ীর মহিলাগণ, বিশেষত দ্বাদশ হইতে চতুর্দশবর্ষ-বয়স্কা রাজকুমারীরা পর্বাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে নৃত্য করিয়া থাকেন। রাজপরিবারের যুবকগণও নৃত্য ও নাট্যাভিনয়ে সুদক্ষ। ভারতবর্ষে যেমন গ্রীকদিগের আমল হইতে আজ পর্যন্ত কোনও বৈদেশিক সভ্যতা হিন্দু সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে নাই, বৃহত্তর ভারতেও সেইরূপ মুসলমান ও খৃষ্টান সভ্যতা সেখানকার হিন্দু সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে যে পারে নাই, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ আলোচ্য আমোদ-প্রমোদের জীবন্ত ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে বৃহত্তর ভারতের আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার সকল মুসলমান-রাজত্বের বহু পূর্বকালে হিন্দুরাজাদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইলেও, মালয়দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত যে সকল দ্বীপ দুই হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দুরা জয় করিয়াছিলেন, সেই সকল দ্বীপের

মহাদেবরূপে অভিনেতা, (ওয়াজাং ওরাং)

নর্তকী, (যবদ্বীপ)

আদিম অধিবাসী মালয়জাতির সহিত বিজেতাদের যে কতকটা সংমিশ্রণ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান সময়ের সেখানকার হিন্দুদের আকৃতি হইতে। যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপের হিন্দুদের সহিত ভারতবাসী হিন্দুদের আকৃতিগত পার্থক্য লক্ষিত হইলেও বৃহত্তর ভারতের হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ যে প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সভ্যতাকে আজ পর্যন্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে ও অহিন্দু বিজেতার উপর হিন্দু সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহত্তর ভারতের আলোচ্য আমোদ-প্রমোদের জীবন্ত ইতিহাসে। আদর্শবহুল রামায়ণ—মহাভারতের ন্যায় অমিতশক্তিশালী সাহিত্যের ভাব-ধারা বিজয়ী অহিন্দুর হৃদয়ে আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের নিকট সেইজন্য আমাদের বিনীত অনুরোধ, যেন তাঁহারা বৃহত্তর ভারতের জীবন্ত হিন্দু সমাজের ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র অতীতের ভস্মরাশি বিশ্লেষণে তাঁহাদের সমুদয় শক্তি নিয়োগ না করেন। বর্তমানের দর্পণেই অতীতের প্রতিবিম্ব রেখায় রেখায় সমুজ্জ্বল।

বর্তমান সময়ে ডাচ্ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকগণ বৃহত্তর ভারতের বড় বড় সহরে ব্যবসার খাতিরে বারো মাস অবস্থান করিয়া থাকে। তাহারা নিজেদের জন্য নৌকা-বিহার, সন্তরণ, পোলো ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুকের

ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহা হইলেও বিদেশীরা স্থানীয় অধিবাসিদের আমোদ-প্রমোদকে আদৌ উপেক্ষা করে না। সান্ধ্যভোজনের পরে বিদেশীরা বলিদ্বীপের হিন্দু নর্তক-নর্তকীর নৃত্য দেখিবার ও গামেলানের ঐক্যতানবাদন শুনিবার রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বলিদ্বীপের রাজধানী সিঙ্গারাজা ও প্রধান সহর দেন-পসারের অনতিদূরে কেদাতন নামে গণ্ডগ্রামে বহু পেশাদার নর্তক-নর্তকীর দল আছে। বলি-প্রবাসী বিদেশীরা কেদাতন হইতে প্রায় একটি নাচের দলকে নিজেদের হোটেল বা বাসস্থানের প্রাঙ্গণে আমোদ-প্রমোদের খাতিরে আনয়ন করিয়া থাকে।

বলিদ্বীপের রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে, ধূপ-ধূনার গন্ধে আমোদিত দেব-মন্দিরের সম্মুখে উন্মুক্ত স্থানে, রাস্তার ধারে নানাবিধ সুন্দর গাছে ঘেরা খোলা যায়গায়, ছায়াশীতল বট-বৃক্ষের পাদদেশে প্রায় প্রতিদিনই একটা-না-একটা উৎসব উপলক্ষে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদেশীরা বলিদ্বীপের নাম দিয়াছে—"ভ্রমণকারীর স্বর্গরাজ্য।" আমোদ-প্রমোদে রত বলিদ্বীপের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের হিন্দু নরনারীর সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ ও মুখশ্রী, মাংসপেশীযুক্ত সুগঠন দেহের অনাবৃত উপরার্ধ, সোনালী রং-এ চিত্রিত পোষাক-পরিচ্ছদ যিনি দেখিয়াছেন তাঁহার অন্তর-বাহির এক অপূর্ব আনন্দে

ভরিয়া, গিয়াছে। বৃহত্তর ভারতের আমোদ-প্রমোদে কুরুচির লেশমাত্র কোথাও নাই। দুর্নীতির পরিচায়ক কোনও দৃশ্য সেখানকার নাট্যাভিনয়ে স্থান পায় না। আর্টের নামে অবৈধ প্রণয়কে দর্শকগণের সমক্ষে জাহির করিতে বলিদ্বীপবাসিরা শিখে নাই। বৃহত্তর ভারতের আমোদ-প্রমোদের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে ভারতবাসী যতটা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে, সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ সেরূপ হয় নাই। বলিদ্বীপের হিন্দু মহিলারা নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যাদি কলাবিদ্যার রীতিমত অনুশীলন করিলেও তাহারা দেবার্চনা ও গৃহকার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। সমাজতত্ত্বের দিক হইতেও সেইজন্য বৃহত্তর ভারতের জীবন্ত ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করা দরকার।

পূজা-পদ্ধতি

বৃহত্তর ভারতের হিন্দু দেব-দেবীর পূজায় নৈবেদ্য ও ভোগের রীতিমত ব্যবস্থা আছে। গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্য, ফল ও পুষ্প, পবিত্র জল ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি দেবতার প্রীত্যর্থে অর্পিত হয়। গ্রামের সকলেই, বিশেষত নারীগণ উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া পবিত্রভাবে পূজার জন্য খাদ্য দ্রব্যসকল ও উপকরণাদি মাথায় কিম্বা স্বহস্তে বহন করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। হিন্দুপ্রধান বলিদ্বীপের নগর বা গ্রামের পথ দিয়া সুন্দরী নারীগণ যখন পূজার উপচারে পূর্ণ পাত্রসকল লইয়া মন্দিরাভিমুখে গমন করে, তখনকার সেই দৃশ্য যে দেখিয়াছে তাহার অন্তর ও বাহির এক অপূর্ব আনন্দে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে শিব-রাত্রির দিন সন্ধ্যাকালে আমরা এই প্রকার শোভাযাত্রা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাহাতে অবগুণ্ঠনবতী নারীগণের মুখে ও গতিতে কেমন একটা সঙ্কোচ ও জড়তার ভাব লক্ষিত হয়।

ইহার কারণ অবশ্য চারিদিক হইতে শ্লীলতা-বর্জিত পুরুষগণের নির্লজ্জ ও বর্বর দৃষ্টি-নিক্ষেপ। যে জাতি সহস্র বৎসর যাবত পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহারা নারীর মর্যাদা জানে না। বলিদ্বীপের হিন্দু অধিবাসীরা প্রায় শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্বে তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছে। সেই জন্য তাহাদের রক্ত হইতে এখনও স্বাধীনতার উত্তাপ উবিয়া যায় নাই। নারীকে রক্ষা করা ও তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যে প্রত্যেক পুরুষের কর্তব্য তাহা এখনও তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। যদি তাহারা পরাধীন ভারতবাসীর ন্যায় নির্লজ্জভাবে কেবলমাত্র নারীর রূপ-চর্চা লইয়া জীবন অতিবাহিত করিত, তাহা হইলে এতদিনে তাহারা নারীকে একটা সামান্য উপভোগের সামগ্রীর সামিল করিয়া ফেলিত ও তাহাদের নারীগণও তাহা হইলে পুরুষের সমক্ষে সঙ্কুচিত হইয়া দেখা দিত। আমরা সেইজন্য বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত বলিদ্বীপের হিন্দু নারীগণকে দেহের উপরার্ধ অনাবৃত রাখিয়া সারল্যপূর্ণ হাসিমাখা মুখে অসঙ্কুচিতভাবে বীর রমণীর ন্যায় নির্ভীক পদবিক্ষেপে মন্দিরাভিমুখে মস্তকে বা হস্তে নৈবেদ্যপূর্ণ পাত্র লইয়া রাজপথে গমন করিতে দেখি। হিন্দুধর্মের অভেদ্য দুর্গ যে হিন্দুনারীর হৃদয়ের অন্তরতম স্থানে অবস্থিত তাহার প্রমাণ যেমন ভারতবর্ষে পাওয়া যায় তেমনি সুদূর প্রাচ্যেও যে পাওয়া যায় তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বলিদ্বীপে উচ্চবংশীয় ধনিগণের

গৃহলক্ষ্মীরাও নানাবিধ ফল ও পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃহৎ পাত্রসকল বহন করিয়া প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া মন্দিরে গমন করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না বা কুণ্ঠিত হন না। সাধারণ শ্রেণীর গৃহস্থ নারীগণ অনেক সময়ে চাউল হইতে প্রস্তুত বহুবিধ পিষ্টক ও মিষ্টান্নে পরিপূর্ণ সুবৃহৎ পাত্রসকল মাথায় করিয়া মন্দিরে লইয়া যায়। এই সকল পাত্রস্থিত খাদ্যের স্তূপ প্রায়ই উচ্চতায় দুই হস্তের অধিক হইয়া থাকে। ২।৪।৩

গোধূলির আলোক-আঁধারে যখন গর্ভ-মন্দিরস্থ দেবতার সম্মুখে ও মন্দিরের বাহিরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে খাদ্যাদিপূর্ণ পাত্রগুলি সারি দিয়া রক্ষিত হইতে থাকে তখন গামেলানের মধুর বাদ্য চারিদিক হইতে ফুলের সৌরভের সহিত মিশিয়া গিয়া সমবেত ভক্ত ও দর্শকগণের মনে এক অনির্বচনীয় শান্তিময় ভাব জাগাইয়া তোলে। জনাকীর্ণ প্রাঙ্গণের কোথাও গোলমাল, চীৎকার, হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি নাই। দেবতার নামোচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে, বিশেষত বাঙ্‌লাদেশে যেমন একটা সশব্দ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তদনুরূপ কোনও কিছু বলিদ্বীপের হিন্দু দেব-দেবীর পূজা-মণ্ডপে অনুভূত হয় না। মন্দিরে অবস্থিত দেবতার দৃষ্টিপথে প্রাঙ্গণের মধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বংশ-নির্মিত মাচা ও টিপয় সদৃশ টেবিলের উপর যখন নৈবেদ্যপূর্ণ পাত্রসকল সাজাইয়া রাখা শেষ হইয়া যায়, মন্দিরাভ্যন্তরে পুরোহিত তখন মন্ত্রপাঠ ও পূজা আরম্ভ করিয়া দেন।

ভক্তগণের প্রদত্ত পুষ্প ও মাল্যে বিগ্রহের মূর্তি ঢাকা পড়িয়া যায়। যে ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য করিতেছেন তিনি অনুচ্চকণ্ঠে মন্ত্রপাঠের সহিত পূজা ও তৎসঙ্গে নানাপ্রকার মুদ্রা-রচনা দ্বারা দেবতার অর্চনা করিয়া থাকেন। বৃহত্তর ভারতের পূজা-পদ্ধতিতে দেব-দেবীর আরাধনার সময়ে হস্ত ও অঙ্গুলি দ্বারা এই যে মুদ্রা-রচনা ইহাতে শুধু তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পূজা-পদ্ধতিরই প্রভাব অনুভূত হয়। বাস্তবিক প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে বৃহত্তর ভারতের পূজা-পদ্ধতি বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে ভারতবর্ষে যে পূজা-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে তাহার সহিত বৃহত্তর ভারতের পূজা-পদ্ধতির কতটা ঐক্য আছে তাহা গবেষণার আলোকে জানিতে পারিলে কোন্ যুগে সুদূর প্রাচ্যে ভারতবর্ষের পূজা-পদ্ধতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নির্ধারিত হইতে পারে ও ইহার ফলে বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত হিন্দু উপনিবেশগুলিতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একটা ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উপাদেয় তথ্য আবিষ্কৃত হইতেও পারে।

বৃহত্তর ভারতে দেব-দেবীর পূজা যে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার নয় তাহা সুনিশ্চিত। সেইজন্য মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহের নিত্যসেবার জন্য ক্রিয়াকাণ্ডের কোনও ব্যবস্থা যে সেখানে, বিশেষত বলিদ্বীপে নাই তাহা বিদেশী যাত্রিগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। ভারতবর্ষে যেমন প্রত্যেক মন্দিরে বাল্যভোগ হইতে

আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যারতি পর্যন্ত বিগ্রহের পূজায় দৈনন্দিন ব্যবস্থা নির্ধারিত আছে, বৃহত্তর ভারতে তদনুরূপ নিয়মের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। ভারতবর্ষে বিগ্রহের সেবা ব্যক্তিগত অধিকারের সামিল হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসীরা স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় দেবসেবার অধিকারী ও তৎসংক্রান্ত পালা বিক্রয় বা অন্যরূপে হস্তান্তর করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে বিগ্রহ ও মন্দির সেবায়েতের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সম্পত্তির উপর সাধারণের কোনও অধিকার নাই।

বৃহত্তর ভারতে কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর যে কোনও হিন্দু স্বগ্রামের যে কোনও দেব-মন্দিরস্থ বিগ্রহের সেবা বা পূজার দাবী রাখে। হিন্দুধর্ম বলিদ্বীপে অনেকটা 'ডেমোক্রাটিক্' আকার ধারণ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। দেবতা সমগ্র জাতির অর্চনার বস্তু। মন্দিরবিশেষের দেব-দেবীর পূজায় এখানে কাহারো 'মনোপলি' নাই। সর্বপ্রথমে স্থানীয় নারীগণ ও বালক-বালিকারা, তৎপরে সাধারণ শ্রেণীর পুরুষগণ ও সর্বশেষে রাজা-রাণী ও তাঁহাদের পরিবারভুক্ত অপর সকলে পূজায় যোগদান করিয়া থাকেন। এমন সুশৃঙ্খলার সহিত এই নিয়ম প্রতিপালিত হয় যে, এখানকার পূজায় কোনরূপ গোলযোগের সৃষ্টি হয় না। পুরোহিত যখন মন্দিরের ভিতরে পূজা করিতে থাকেন মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে তখন সমবেত নরনারী ও বালক-বালিকারা বিগ্রহের দিকে মুখ ফিরাইয়া করযোড়ে,

কেহ-বা ভূমিষ্ঠ হইয়া, কেহ কেহ ভূমিতে জানু পাতিয়া একাগ্র-চিত্তে দেবতার আরাধনা করিতে থাকে। সমবেত ভক্তগণ তাহাদের হৃদয়ের কথা হৃদয়ের ভাষায় দেবতাকে জ্ঞাপন করে। জনবহুল ভক্তমণ্ডল কর্তৃক এমন নির্বাক্ আরাধনা ভারতবর্ষে দেখা যায় না। ভক্তির অভিনয়, উচ্ছ্বাস বা উন্মাদনা, ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া চীৎকার, প্রলাপোক্তি বা হুঙ্কৃতি, এসব কিছুই নাই বটে, কিন্তু প্রত্যেক ভক্তের চোখে-মুখে তাহার গভীর হৃদয়ভাব পরিস্ফুট হইয়া যে উঠে তাহা দর্শক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারে। কেবলমাত্র গামেলান পারি-পার্শ্বিক দৃশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সঙ্গীতমুখর হয় ও ব্যথা-ভরা হৃদয়ের করুণ সুর বর্ষণ করিতে থাকে। পূজাবসানে প্রত্যেক দলের প্রত্যেক নরনারী ও বালক-বালিকাকে পুরোহিত ঠাকুর নির্মাল্য ও চরণামৃত প্রদান করেন এবং প্রত্যেকের কপালে চন্দনবৎ দ্রব্যের তিলক বিন্যাস করেন। ভক্তগণ চরণামৃত মুখে বক্ষে ও মস্তকে স্পর্শ করাইয়া শান্তিলাভ করে নারীরা শিশুগণের গাত্রে চরণামৃত বা 'শান্তিজল' লেপন করিয়া দেয়। এইরূপে একদল ভক্ত চলিয়া যাইবার পরে অপর একদল তাহাদের স্থান অধিকার করে। তখন তাহাদের জন্য পূজাদি কার্য পুনরায় সম্পন্ন হয় ও তৎপরে তাহারাও নির্মাল্য ও চরণামৃত গ্রহণ করে ও তিলক ধারণ করিয়া চলিয়া যায়। পূজার সময়ে মন্দিরে ও প্রাঙ্গণে সজ্জিত পাত্রাদিতে

রক্ষিত খাদ্য ও নৈবেদ্য এক্ষণে দেবতার প্রসাদে পরিণত হওয়াতে ভক্তগণ নিজ নিজ 'প্রসাদ' গৃহে লইয়া যায়, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, সমুদয় প্রসাদ অপসারিত হইতে দুই তিন দিন লাগে। পিষ্টকাদি প্রসাদ গৃহে লইয়া গিয়া ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে সেগুলি কয়েকদিন ধরিয়া আহার করিয়া নিঃশেষ করে। ভারতবর্ষে দেখা যায় যে, উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদি পুরোহিত বা সেবায়েতগণ গ্রহণ করে ও কণামাত্র প্রসাদ ভক্তকে প্রদত্ত হয়। এই প্রথা বলিদ্বীপের কোথাও নাই। পূজাবসানে নির্মাল্য, চরণামৃত বা শান্তিজল ও তিলকদানের ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল আছে।

বিদেশীরা বৃহত্তর ভারতে দর্শকরূপে গমন করিয়া হয়ত প্রায়শই দেখিবেন যে, স্থানীয় দেবমন্দিরের দরজা বন্ধ রহিয়াছে ও প্রধান পুরোহিত মন্দিরের দরজায় তালা লাগাইয়া গৃহে চাবি লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় দর্শককে অনেক সময়ে প্রধান পুরোহিতের বাটী হইতে চাবি আনাইয়া মন্দিরের দরজা খুলিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। বিদেশী যাত্রিগণের মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন সম্বন্ধে এই অসুবিধার বিষয় ডাঃ সুনীতি কুমার চাটুয্যে মহোদয়ের অভিজ্ঞতা-প্রসূত তথ্য গত বৎসরের "প্রবাসীতে" প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিগ্রহের নিত্যসেবার জন্য বৃহত্তর ভারতে কোনও বন্দোবস্ত নাই, কিন্তু কোন-না কোন মন্দিরে, বিশেষত বলিদ্বীপের

প্রায় সর্বত্র প্রতিদিনই সমারোহের সহিত কোন না কোন বিগ্রহের যে পূজা হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে দ্বিমত নাই। ইহার কারণ, বারো মাসের মধ্যে কোনও না কোনও সময়ে প্রত্যেক দেব-মন্দিরে ধর্মোৎসবের বিরাম নাই। দেবতার জন্মদিন ও ঘন ঘন সাময়িক পূজা, রাজার ও রাজ-পরিবারে কাহারো জন্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও সংস্কারোপলক্ষে দেবতার পূজা, প্রত্যেক হিন্দু অধিবাসীর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণেরও জন্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য নানা ব্যাপার উপলক্ষে দেবতার পূজা, বীজবপন হইতে আরম্ভ করিয়া শস্যকর্তন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক ব্যাপার সম্পর্কে দেবতার পূজা, জাতীয় বহু উৎসব উপলক্ষে দেবতার পূজা,—এইরূপে দেবদেবীর পূজার পর পূজা লাগিয়াই আছে। এই সকল পূজা উপলক্ষে স্থানীয় গৃহস্থ পরিবারভুক্ত প্রত্যেকেই দেবদেবীর পূজায় যোগদান করিয়া থাকে। সেইজন্য বৃহত্তর ভারতে, বিশেষত হিন্দুপ্রধান বলিদ্বীপের সর্বত্র দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুবিধা ও সুযোগ বিদেশী ভ্রমণকারিগণ পাইয়া থাকেন। নগর বা গ্রামস্থ জন-সাধারণের ধর্মানুষ্ঠানের জন্য প্রতিষ্ঠিত মন্দির ব্যতীত বৃহত্তর ভারতের ধর্ম-প্রাণ হিন্দুরা নিজ নিজ বাটী বা শস্যক্ষেত্রের একাংশেও কাষ্ঠ, বংশদণ্ড বা প্রস্তর-নির্মিত ছোট ছোট মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। এই সকল মন্দিরে কতকটা নিত্য-সেবার অনুরূপ পূজার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু সেখানে

ভারতবর্ষের ন্যায় পূজা-পদ্ধতির কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। প্রতিষ্ঠাতা বা তাহার পরিবারস্থ যে কেহ যে কোনও সময়ে এই শ্রেণীর পারিবারিক মন্দিরের দেবতাকে স্বয়ং ভোগ দিতে বা ফলে-ফুলে পূজা করিতে পারে। বলিদ্বীপের যে কোন গ্রামের পথ-পার্শ্বে প্রাচীন বটবৃক্ষের মূলে বা ঝুরিবহুল স্থানের কোথাও বহু ছোট ছোট দেবস্থান দেখা যায়। গ্রামবাসিদের মধ্যে কেহ বা কোনও হিন্দু পথিক বটবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া গন্তব্যস্থানে যাইবার পূর্বে তাম্বুলপত্র বা কয়েকটি পুষ্পদ্বারা সেই দেবস্থানের বা বটবৃক্ষের দেবতাকে প্রীত করিয়া থাকে।

বৃহত্তর ভারতে, বিশেষত বলিদ্বীপের জীবন্ত হিন্দুসমাজে দেব-দেবীর পূজা-পদ্ধতির বিষয় গভীরভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণকে অস্পৃশ্যতা দোষ স্পর্শ করে নাই। যে কোন হিন্দু, এমন কি বিদেশী বিধর্মী যাত্রীরাও মন্দির প্রাঙ্গণে অবাধে প্রবেশ করিতে পারেন। শ্মশানবাসী শিবের মাহাত্ম্য যাহারা বুঝিয়াছে তাহারা ধর্মের নামে গোঁড়ামি, বর্ণ-বিদ্বেষ ও ছুঁৎমার্গের পক্ষপাতী না হইবারই কথা। শিবময়ম্ বৃহত্তর ভারতে সেইজন্য হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্য কেহই নাই। বৃহত্তর ভারতের প্রাচীন হিন্দুনরপতিগণ যে যুগে বৌদ্ধধর্ম-প্রসূত বৌদ্ধ সভ্যতার দ্বারা কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, সে সময়ে যদিও নানা

স্থানে আশ্চর্য স্থাপত্য-শিল্পের পরিচায়ক সু-প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ সকল নির্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা হইলেও এই সকল মঠের আশেপাশে চারিদিকে শিবমন্দিরও নির্মিত হওয়ার বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলনের সৃষ্টি যে হয় নাই তাহার প্রমাণ সর্বত্র পাওয়া যায়। শিবের নবাগত প্রতিবেশী বুদ্ধদেব যে শিবের ন্যায় অস্পৃশ্যতা ও ভেদবুদ্ধির বিরোধী তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাব বৃহত্তর ভারতে এক্ষণে হ্রাস পাইলেও ভারতবর্ষে যেমন হিন্দুধর্মের পুনরাবির্ভাবের সহিত বর্ণ-বিদ্বেষ স্থানে স্থানে শত ফণা বিস্তার করিয়া অস্পৃশ্যতার বিষ উদ্‌গীরণ করিয়াছিল, বৃহত্তর ভারতে তদনুরূপ কিছু সেখানকার হিন্দুসমাজকে কলুষিত করিতে পারে নাই। ইহা হইতে মনে হয় যে, দক্ষিণ-ভারতে শঙ্করাচার্যের পরবর্তীকালে অস্পৃশ্যতার যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহার পরিণাম দক্ষিণ-ভারতেই আবদ্ধ হওয়াতে সেখানকার হিন্দু সমাজকে অভিভূত করিয়াছিল। এই বিষয়টী আরও গভীরভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধযুগের বহু পূর্বে দক্ষিণ-ভারত হইতে হিন্দুর সামরিক অভিযান যখন বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত কাম্বোজে সর্বপ্রথমে পৌঁছিয়াছিল, সে সময়ে অস্পৃশ্যতা দোষ দক্ষিণ-ভারতের হিন্দু সমাজকে স্পর্শ করে নাই, করিলে বৃহত্তর ভারতেও তাহা হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে সংক্রামকভাবে দেখা দিত। অস্পৃশ্যতা

বৌদ্ধযুগের পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের হিন্দু-সমাজে বিদ্যমান থাকিলে, সে সমাজ এখনকার মত শক্তিহীন অবস্থায় সুদূর প্রাচ্যে সামরিক অভিযান কল্পনা করিতে পারিত না, আর তাহা হইলে বৃহত্তর ভারতে হিন্দু-রাজত্বের বিস্তৃতি সম্ভবপর হইত না। ভবিষ্যতের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার আলোকে বুঝিতে পারিবেন যে, বৃহত্তর ভারতের পূজা-পদ্ধতিতে যে অসাম্প্রদায়িকতা, যে সাম্যভাব বর্তমান সময়ে লক্ষিত হয় তাহার মূলে প্রাচীনতম আর্য সমাজের ভেদবুদ্ধিশূন্য মহান্ আদর্শ পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত।

অত্যন্ত আধুনিক সময়ে বৃহত্তর ভারতের পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো মতে এই পূজা-পদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্মের আংশিক প্রভাব ও তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পূজা-পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধিনিয়মের প্রভাব দৃষ্ট হয়। এই কল্পিত প্রভাবের মূলে তাঁহারা হস্ত ও অঙ্গুলীর সাহায্যে মুদ্রা-রচনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। বরো-বুদুরের সু-প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-মঠের বহু বুদ্ধ-মূর্তিতে ধ্যান-নিরত বুদ্ধদেবকে মুদ্রাবদ্ধ করযুক্ত অবস্থায় যোগশাস্ত্রানুমোদিত আসনবিশেষ অবলম্বনে উপবিষ্ট দেখা যায়। হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্র যদি বৌদ্ধ যুগের বহু পূর্বে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তন্ত্রেরই প্রভাব আলোচ্য পূজা-পদ্ধতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব আদৌ হয়

নাই, এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে। বাস্তবিক যখন আমরা দেখিতে পাই যে, বৃহত্তর ভারতের পূজা-পদ্ধতিতে পুরোহিতকে মন্দির-সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে পূজার পূর্বাহ্নে বৈদিক রীতি অনুসারে 'প্রণব' জপ করিতে হয়, তখন বৌদ্ধ বা তন্ত্রের প্রভাবের কথা উঠিতে পারে না। দেব-দেবীর পূজার সূচনায় আসন, শুদ্ধি. জপ ও ধ্যানাদি আনুসঙ্গিক ব্যাপার সকল যাহা পুরোহিতকে সম্পন্ন করিতেই হয় তাহা প্রাচীনতম কালের বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের সামিল। সেইজন্য বৃহত্তর ভারতের পূজা-পদ্ধতিতে আমরা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের প্রভাবেরই প্রমাণ পাই। এতদ্ব্যতীত, একই মন্ত্রে দুইটি প্রাচীনতম আদি হিন্দু দেবতা শিব ও সূর্যের উপাসনা কল্পিত হওয়াতে শিবময়ম্ বৃহত্তর ভারতের পূজা-পদ্ধতির উৎপত্তি স্থান যে বৈদিক ভারত, বৌদ্ধ ভারত নয়, এই অনুমান ঠিক বলিয়া মনে হয়।

বৃহত্তর ভারতে দেব-দেবীর পূজায় পুরোহিত ঠাকুর যে-সকল মন্ত্র উচ্চারণ করেন তৎসম্বন্ধে আধুনিক সময়ে ডাঃ গোরিস-প্রমুখ (Dr. R. Goris) য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এমন এক ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এস্থলে তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৃহত্তর ভারতের বহু স্থান হইতে সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি সকল লাইডেন (Leiden) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত হওয়াতে এক্ষণে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ সেই সকল পুঁথির পাঠোদ্ধার করিয়া

বৃহত্তর ভারতের পূজাপার্বণ

বৃহত্তর ভারতে হিন্দু দেব-দেবীর পূজার মন্ত্র সকল কোন্ সময়ে পুরাণবিশেষে স্থান পাইয়াছিল তৎসম্বন্ধে গবেষণা করিতে বসিয়া স্থির করিয়াছেন যে, শিব-পূজার মন্ত্র যখন অগ্নিপুরাণ ও গরুড়পুরাণে খৃষ্টীয় ৫৫০ শতাব্দী হইতে ৯০০ শতাব্দীর মধ্যে স্থান পাইয়াছিল তখন বৃহত্তর ভারতে শিব-পূজার মন্ত্র নিশ্চয়ই তাহার পরবর্তী সময়ে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। আসল কথা, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সভ্যতা যে খৃষ্টীয় যুগের পূর্বে সুদূর প্রাচ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা খৃষ্ঠান পণ্ডিতগণ মানিতে চাহেন না। বলা বাহুল্য, হিন্দুর বেদ পুরাণাদির প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়া লইলে বাইবেলে বিবৃত সৃষ্টিতত্ত্বের মতে বিশ্বের জন্ম অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের ঘটনা হইয়া পড়ে। আমরা এক্ষণে বিজ্ঞানের কৃপায় ও নবাবিষ্কৃত মাহেঞ্জো-দারো হইতে প্রাপ্ত অকাট্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, পাঁচ হাজার বৎসরেরও পূর্বে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ভারতবর্ষে হইয়াছিল। মহাভারত ও রামায়ণে বিবৃত ঘটনাবলীর কাল নিরূপণ করিতে হইলে পাঁচ হাজার বৎসরেরও পূর্ব সময়ে আমরা গিয়া পড়ি। আদিত্য ও শিব পূজা যে অন্তত রামায়ণের সময় হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে তাহা সুনিশ্চিত। তাহা হইলে পুরাণবিশেষের জন্মকালের উপর কাল্পনিক একটা অভিমত খাড়া করিয়া বৃহত্তর ভারতে শিব ও আদিত্যের পূজায় ব্যবহৃত মন্ত্রের প্রাচীনত্ব লোপ

করিবার চেষ্টা করা হাস্যজনক নয় কি ? জাপানের বর্তমান প্রধান ধর্মগুরু গায়সো ফুজির (Venerable Gysho Fujii) মতে, তেরশত বৎসর পূর্বে জাপান বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তাহা হইলে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সভ্যতা যে ইহার বহু পূর্ববর্তী সময়ে বৃহত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অবশ্য দক্ষিণ-ভারত হইতে সর্বপ্রথম হিন্দুদের সামরিক অভিযান শ্যামরাজ্য ও চীনের দক্ষিণদিকে কাম্বোজ (Cambodia) দেশেই হিন্দুরাজত্বের সূত্রপাত করে ও তৎপরে যবদ্বীপে হিন্দুর অধিকার প্রসারিত হয়। আমরা মহাভারতে কাম্বোজের উল্লেখ দেখিতে পাই। সেইজন্য বৃহত্তর ভারতে হিন্দু দেব-দেবীর পূজার মন্ত্র ও পূজা-পদ্ধতি যে দুই হাজার বৎসরের পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। বৃহত্তর ভারতে প্রচলিত দেব-দেবীর পূজার মন্ত্র ও পূজা-পদ্ধতিতে যে কতকটা পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে না, এমন কথা আমরা বলি না ; কিন্তু তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে হইলে হিন্দুর প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে রীতিমত অভিজ্ঞ হিন্দু-প্রত্নতাত্ত্বিকের জীবনব্যাপী গবেষণাই উৎকৃষ্ট পন্থা। হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল বিদেশী পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা নাই, প্রত্নতত্ত্বের রাস্তায় তাঁহাদিগের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে উদ্যম সাফল্য-মণ্ডিত হওয়া অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

তারা, (সিংহসারি, যবদ্বীপ)

সিংহসারি লিপি, যবদ্বীপ

পরিশিষ্ট—(ক)

প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষায় লিখিত সিংহসারি-লিপির বঙ্গাক্ষরে অনুলিখন

[ডাঃ পূর্বচারকের সৌজন্যে প্রাপ্ত শিলা-লিপির পাঠ]

[ব=অন্তঃস্থ ব, w বা v ; ব=বর্গীয় ব, b]

॥ ও (=ওঁ) ॥ ই শক ১২১৪ জ্যেষ্টমাস (=জ্যৈষ্ঠমাস) ই রিক দিবশনি (=দিবসনি)/ কমোক্তন পাতুক (=পাতুকা) ভটার (=ভট্টারক) সং লুমহ্ রিং শিব-বুদ্ধ ॥ ও ॥ ও (=ওঁ) ॥ স্ব/স্তি শ্রী শকবর্ষাতিত (=শকবর্ষাতীত) ১২৭৩ বেশাকমাস (=বৈশাখমাস) তিথি প্রতিপা/দ (=প্রতিপদ) শুক্লপক্ষ· হ· পো· ব্· বর (=বার)· তোলু· নিরিতিস্থগ্রহ/চর· (=নির্ঋতিস্থ গ্রহচার)· মৃগশির-নক্ষত্র শশিদেবত বায়ব্য মণ্ডল/সোভন (=শোভন) যোগ শ্বেত মুহূর্ত্ত ব্রহ্মা পর্বেশ· কিস্তুঘ্ন/কারণ· বৃষভ রশি (=রাশি)· ই রিক দিবশ (=দিবস) সন্ মহামন্ত্রি-মুক্য (=মুখ্য) র/ক্র্যন্ মপতিহ্ স্পু মদ সক্সৎ প্রণল ক্ত রসিক দে ভটা/র সপ্তপ্রভু· মকাদি শ্রী ত্রিভুবনোতুঙ্গ দেবি (=ত্রিভুবনোত্তুঙ্গ দেবী) মহারা/জ সজয় বিষ্ণুবর্দ্ধনি (=বর্দ্ধনী)

পোত্র পোত্রিকা (=পৌত্র পৌত্রিকা) দে পাতুক ভ/টার শ্রী কৃতনাগর জ্ঞানেশ্বরবজ্র নমাভিয়েকা' সম,ঙ্কন ঙ্কৈক্ রক্র্যন্ মপতিহ্ জির্ন্নোধর (=জীর্ণোদ্ধার) মকির্ত্তি (=কীর্ত্তি) চৈত্য রি/মহাব্রাক্ষণ শেব সোগত (=শৈব-সৌগত) সমাংতুলুর্ ই কমোক্ত/ন্ পাতুক ভটার' মুবহ্ সং মহাবৃদ্ধমন্ত্রি লিনা রি দগন্/ ভটার' দোনিন্ চৈত্য দে রক্র্যন্ মপতিহ্ পনৰক্ত্যা/ননি সন্তন প্রতিসন্তন (=সন্তান প্রতিসন্তান) সং পরমসত্য রি পাদদ্বয় ভটা/র ইক ত কির্ত্তি রক্র্যন্ মপতিহ্ রি যবদ্বিপ (=দ্বীপ) মণ্ডল' ও ॥

আলোচ্য শিলা-লিপির তারিখ ১২৭৩ শকাব্দা (১৩৫১ খৃঃ অঃ) বৈশাখ মাস, প্রতিপদ তিথি, শুক্লপক্ষ। ইহাতে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাহার তারিখ ১২১৪ শকাব্দা (১২৯২ খৃঃ অঃ) জ্যৈষ্ঠ মাস, দিনমান। শেষোক্ত বৎসরে সিংহসারির রাজা শ্রীকৃতনাগর সপরিষদ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নিহত হইয়াছিলেন। এই শোকাবহ ঘটনার ৫৯ বৎসর পরে তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে সিংহসারিতে উৎসর্গীকৃত দেবমন্দির স্থাপনা উপলক্ষে উক্ত শিলা-লিপি মন্দিরের সন্নিকট রক্ষিত হইয়াছিল।

যবদ্বীপের অন্তর্গত মাতারামের প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতির বংশধরগণ নিজেদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহার ফলে ১২২২ খৃষ্টাব্দে গেণ্টারের (Genter) রণক্ষেত্রে

কাদিরির রাজা নিজের জামাতা আঙ্গরকের নিকট পরাস্ত হইলে আঙ্গরক সিংহসারি রাজত্ব স্থাপিত করেন। তাঁহারই বংশধর উক্ত রাজা শ্রীকৃতনাগর।

যবদ্বীপের রাজাদিগের সহিত যবদ্বীপবাসিদের নিয়ত যুদ্ধ হইত। আলোচ্য শিলা-লিপিতে বর্ণিত ১২১৪ শকাব্দায় (১২৯২ খৃঃ অঃ) উক্ত রাজা শ্রীকৃতনাগর সপরিষদ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের সহিত নিহত হইবার কারণ হইতেছে—এই বৎসরে তিনি তাঁহার সমুদয় সৈন্য সুমাত্রার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন ও সেইজন্য প্রজারা বিদ্রোহী হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রজাদের সহিত যুদ্ধে কৃতনাগর নিহত হইবার ফলে যবদ্বীপে প্রজাদের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে।

যবদ্বীপে মধ্যযুগের হিন্দু রাজারা শিব ও বুদ্ধ উভয় দেবতার-ই পূজা করিতেন। আমরা সেইজন্য যবদ্বীপের 'মহাবেদ' নামে ধর্ম পুস্তকে শিব ও বুদ্ধের পূজার মন্ত্র দেখিতে পাই। শৈব ও বৌদ্ধ ধর্মের এই সংমিশ্রণের ফলে শিব-মন্দির ও বৌদ্ধ মন্দিরে ভারতবর্ষের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসোক্ত ঘটনাবলীর পাষাণময়-আখ্যান স্থাপত্য শিল্পের কৃপায় স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, শিব-বুদ্ধের পূজা যবদ্বীপের জাতীয় ধর্মরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। গেণ্টারের যুদ্ধের পরে যবদ্বীপে প্রজাশক্তি প্রবল হইবার ফলে যে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। অতঃপর সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে যবদ্বীপীয়

ভাষার অর্থাৎ প্রজাদের মাতৃভাষার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে। ইহার প্রমাণ আমরা আলোচ্য শিলা-লিপি ও অন্যান্য শিলা-লিপিতে পাই। তাহা হইলেও, যবদ্বীপ যে প্রাচীন ভারতের হিন্দুধর্ম ও হিন্দু শিল্পের প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারে নাই তাহা সুনিশ্চিত। আলোচ্য শিলা-লিপিতে সু-প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের প্রভাব-ও অক্ষুন্ন রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

আলোচ্য শিলা-লিপির মূলে এমন সকল তথ্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু প্রত্নতাত্ত্বিক যত্নসহকারে গবেষণা করিলে যবদ্বীপ তথা বৃহত্তর ভারতের পূজাপার্বণ ও সামাজিক ইতিহাস বিষয়ক বহু মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন।

পরিশিষ্ট—(খ)

পূজায় ব্যবহৃত মন্ত্রাদি

বৃহত্তর ভারতে দ্বিতীয়বার পর্যটন উপলক্ষে (১৯৩৬ খৃঃ অঃ) আমি দেব-দেবীর পূজায় যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহা সংগ্রহ করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। যবদ্বীপের সন্নিকট

বলিদ্বীপের পদণ্ড বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মধ্যে এই সকল মন্ত্র প্রচলিত আছে। বলিদ্বীপে "মহাবেদ" নামে ধর্ম পুস্তকে পূজা সম্বন্ধে ক্রিয়াকাণ্ডের যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে তাহাকেই অনুসরণ করিয়া আলোচ্য মন্ত্রগুলি মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিত কর্তৃক দেব-দেবীর উদ্দেশে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সংগৃহীত মন্ত্রগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বলিদ্বীপের পদণ্ড বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মধ্যে
প্রচলিত মন্ত্র।
(Mawe´da = মহাবেদ)

(১) শিবের আবাহন মন্ত্র—

মহাদেব, মহেশ্বর, রুদ্র, শঙ্কর, শম্ভু, ঈশ্বর
শিব সকিং সকল ঙ্গেরেরেহ্ন (= অনুগ্রহ ?) নিষ্কল॥

(২) বুদ্ধের আবাহন মন্ত্র—

ধ্যানী বুদ্ধ, সং হ্যং তথাগত, রত্নসম্ভব, শ্রীঅমোঘসিদ্ধি,
বেরোচন (= বৈরোচন), অক্ষোভ্য, অমিতাভ
বুদ্ধ সকিং নিষ্কল ঙ্গেরেরেহ্ন (= অনুগ্রহ) সকল॥

(৩) স্নানের মন্ত্র—

ওঁ গগন সুর, তং জঙ্গমঃ॥

(৪) মুখ ধুইবার ও দাঁত মাজিবার সময়ে—

ওঁ স্রিগি মানিক, বহুস্, স্বরূপ জাতি, অরূপ জাতি
তসির॥

ওঁ শ্রী ভট্টারী সযোগীয়া নমঃ স্বাহা ॥

ওঁ গমুঙ্গায় (?) নমঃ ॥

(৫) হাত ধুইবার কালে—

ওঁ রং ফট্ সুধায়ৈ নমঃ ॥

ওঁ বত্র পরিশদ্ধ সন্যায় (?) নমঃ স্বাহা ॥

(৬) সমস্ত দেহ ধৌত করিবার সময়ে—

ওঁ গঙ্গামৃতায় নমঃ ॥

ওঁ পরমগঙ্গামৃতায় নমঃ স্বাহা ॥

(৭) তৈল মর্দনের মন্ত্র—(স্নানের পরে তৈলমর্দন)—

ওঁ নমঃ বোধায় (= বুদ্ধায় ?)

(৮) চুল আঁচড়াইবার কালে—

ওঁ মহাদেব্যৈ নমঃ ॥ ওঁ শ্রী দেবী

অবিয়ুক (?) য়া নমঃ স্বাহা ॥

(৯) শিখা বা কেশপাশ চূড়াকারে বাঁধিবার কালে—(বলিদ্বীপীয় ভাষায়)—(গিরিমন্ত্র)

ওঁ গুনুং (= গিরি) অব্লেবেৎ মাস্ (স্বর্ণ) সি নং লিং সদেপ্ পপান্তাস্ ॥

(১০) ধৌতবস্ত্র পরিধান কালে—

ওঁ মহাদেবায় নমঃ।

ওঁ বিষ্ণবে (বা কৃষ্ণায়) নমঃ।

ওঁ শিব স্থিত্যৈ নমঃ ॥

(১১) পুনরায় হস্তপদ প্রক্ষালনের কালে—

ওঁ কসোল্ কায়ায় নমঃ (?)।

ওঁ উং রঃ ফট্ হস্তায় নমঃ ॥

পুরোহিত পূজোপযোগী মালা, মুকুট ও অলঙ্কারাদি ধারণ করেন।

পূজার ক্রম—

জপ, যোগ, সমাধি।

ষড়ঙ্গযোগ—(১) প্রাণায়াম (২) প্রত্যাহার (৩) ধারণা (৪) ধ্যান (৫) তর্থ (?) (৬) সমাধিযোগ।

পূজা—

পূজা অর্ঘ্য ; পূজা পরিক্রমা ; পূজা অষ্টমন্ত্র ॥

স্তব—

বেদ শিব স্তব ; বেদ সদাশিব স্তব ; বেদ পরমশিবস্তব ॥

পাঠ—

পবিত্র ; বুক্তিয়ান্ রিং ভট্টারক চতুর্বেদ ॥

ভূতস্তব—

কালস্তব ; ভূতস্তব ; দুর্গাস্তব ॥

অন্য নানাবিধ মন্ত্রের নাম—

অষ্টমন্ত্র	পাসাং সসিরাৎ শিবাম্বা	উপেতি
টকার-সাধন	পদ্মাসন মন্ত্র	স্থিতি
কূটমন্ত্র	চতুরৈশ্বর্য	সাংকেপিন্ (?)

তালভেদন	পদ্মরেজয় (?)	স্তব বিষ্ণু
নেরজ (?) মুদ্রা	স্বরব্যঞ্জন	স্তব ভট্টারী গঙ্গা
ভয়ং নেত্র	স্বর-কে-জেরো (?)	অক্ষম দেব
অষ্টামৃত মুদ্রা	জরালব (?)	পঞ্চাক্ষর ॥
পদ্মরেজয় (?)	নবশক্তি	
শ্রীয়মাবস্তু (?)	অস্ত্রগৃহ	
প্রাণায়াম	ত্র্যক্ষর	
শিবকরণ	ত্রিসময়	
ত্রিতত্ত্ব	ঞু্রাৎ ওঙ্কার	

'গায়কবাড় প্রাচ্য সিরিজে' প্রকাশিত মনীষী সিল্‌ভ্যাঁ লেভি কর্তৃক সংগৃহীত বলিদ্বীপের দেব-দেবীর পূজায় যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেগুলি পুস্তকাকারে দেখা দিয়াছে সত্য, কিন্তু জারমানি ও হলাণ্ডের পণ্ডিতগণ-ও এই সকল মন্ত্র সম্বন্ধে যেভাবে গবেষণা করিয়াছেন তাহাও উপেক্ষনীয় নহে। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, সংস্কৃত ভাষার জন্মভূমি ভারতবর্ষের কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আজ পর্যন্ত বৃহত্তর ভারতের পূজা-পদ্ধতিতে প্রচলিত মন্ত্রগুলি সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা করেন নাই। ইহার ফলে, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে প্রাচীনতম ভারত ও বৃহত্তর ভারতের মধ্যে সংস্কৃতির দিক দিয়া একটা যোগ-সূত্র কল্পনা করিয়া লইতে হয়। আমার বিশ্বাস যে, প্রাচীন বঙ্গে রাষ্ট্র-

বিপ্লবের ফলে ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ যেমন বেদাভ্যাস করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, বৃহত্তর ভারতে-ও সেইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সেখানকার ব্রাহ্মণগণ বেদাভ্যাস করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্য প্রাচীন বঙ্গের ন্যায় বৃহত্তর ভারতে-ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা বৌদ্ধযুগে লোপ পাইয়াছিল। সেই কারণেই বৃহত্তর ভারতের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ বলিদ্বীপে প্রচলিত দেব-দেবীর মন্ত্রে আমরা অনেক সময়ে অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত শ্লোক পাই। বৃহত্তর ভারতের ধর্মমূলক প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া পাশ্চাত্যের অনুসন্ধিৎসু সুধীবৃন্দ অসংখ্য পুঁথি নিজেদের দেশে লইয়া গিয়াছেন। সেই সকল অমূল্য পুঁথি এক্ষণে প্রতীচ্যে, বিশেষতঃ লাইডেনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত। এরূপ অবস্থায় প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে আলোচ্য মন্ত্রগুলির মূল্য নেহাত কম নয় বলিয়া আমার মনে হয়। কিছুদিন হইতে কয়েকটী কৃতবিদ্য ভাষাবিদ্ বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্বের বাতি লইয়া সুদূর বৃহত্তর ভারতে নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আমি এস্থলে উপরোক্ত মন্ত্রগুলি লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা প্রাচীন ভারত ও বৃহত্তর ভারতের মধ্যে যোগসূত্রের অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে একটি মূল্যবান অধ্যায় সন্নিবেশিত করিতে পারিবেন।

পরিশিষ্ট—(গ)

পূজা-পদ্ধতিতে মুদ্রা-রচনা

বলিদ্বীপে হিন্দু দেব-দেবীর পূজায় পুরোহিত অঙ্গুলি দ্বারা মুদ্রা-রচনা ব্যতীত পূজার কোনও অঙ্গই সু-সম্পন্ন হইল না মনে করেন। এই মুদ্রা-রচনা যে না স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহাকে বুঝান কঠিন ব্যাপার। পুরোহিতের বাম হস্তের প্রত্যেক অঙ্গুলির নখ প্রায়ই সুদীর্ঘাকার। দক্ষিণ হস্তের নখ এইরূপে বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হয় না। শুধু বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলির সুদীর্ঘাকার নখ দেখিয়াই বুঝা যায় যে সেই ব্যক্তি একজন পূজারী ব্রাহ্মণ। পুরোহিত ঠাকুর যখন পূজায় বসেন তখন তাঁহার সম্মুখে একখানি জল-পিঁড়ির মত কাষ্ঠাসনে পুষ্পাধার, রুদ্রাক্ষের মালা রাখিবার আধার, অবলেপনের জন্য চন্দনাধার, পবিত্র জলাধার, দীপাধার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে সজ্জিত করিয়া রক্ষিত হয়। পুরোহিত ঠাকুর দুইকর্ণে ও মাথার কেশ-গুচ্ছে পুষ্প স্থাপিত করিবার পর রুদ্রাক্ষের মালাটি গ্রহণ করেন ও দীপ জ্বালিয়া দেন। দীপ হইতে যখন সুগন্ধ ধুম নির্গত হইতে থাকে তখন তিনি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে একটির পর একটি অর্ঘ্য লইয়া দেব-দেবী-বিশেষের উদ্দেশে অর্পণ করেন। প্রত্যেক দ্রব্য যাহা তিনি আধারবিশেষ হইতে গ্রহণ করেন বা গ্রহণান্তর দেবতাকে

অর্পণ করেন তাহা অঙ্গুলি দ্বারা রচিত মুদ্রার সাহায্যে গৃহীত বা প্রদত্ত হইয়া থাকে। বৃহত্তর ভারতের পূজা-পদ্ধতিতে প্রচলিত মুদ্রা রচনায় করপুট ও দুই হস্তের দশটি অঙ্গুলিকে নানাপ্রকার ভঙ্গীতে পূজার প্রত্যেক অঙ্গবিশেষের নিমিত্ত এমন জটিলভাবে ও দক্ষতার সহিত বিন্যাস করিতে হয় যে এই মুদ্রা-রচনা যে দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভ্যাসের ফল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত বলিদ্বীপে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তীর্থযাত্রা ব্যপদেশে আমার যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহাতে আমার মনে হয় যে, দীর্ঘাঙ্গুলবিশিষ্ট পুরোহিত ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে সকল প্রকার মুদ্রা-রচনা সম্ভবপর নহে। সে যাহাই হউক, এই গ্রন্থে যে কয়েকটি মুদ্রার চিত্র প্রদত্ত হইল তাহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাচীনতম ভারতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মূলে মুদ্রা-রচনার বিধি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের মধ্যে ঐক্য-সন্ধি আবিষ্কার করিতে পারিলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। বলা বাহুল্য যে, আলোচ্য মুদ্রা-রচনার আলোকে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পূজা-পদ্ধতিতে মুদ্রা-রচনার কৌশল সম্বন্ধেও উপাদেয় তত্ত্ব সংগৃহীত হইতে পারে।

পরিশিষ্ট—(ঘ)

প্রাম্বানানের দেব-দেবীর মূর্তি

বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত দ্বীপসমূহে আমি যখন সর্বপ্রথমে গমন করি (১৯৩৫ খৃঃ অঃ) সে সময়ে আমি তীর্থযাত্রীরূপে যবদ্বীপের ভগ্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির সকল দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের গাত্রে প্রাচীন হিন্দু-ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেও আমার মনে তখন গবেষণা জাগিয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়বার (১৯৩৬ খৃঃ অঃ) আমি যখন যবদ্বীপে গমন করি সে সময়ে উক্ত মন্দিরগুলির গাত্র-সংলগ্ন প্রস্তরময় মূর্তি সকল আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা তথ্য যে প্রচ্ছন্ন-ভাবে মূর্তিগুলির ভিতরে নিহিত রহিয়াছে, এই ধারণা আমার মনে শুধু রেখাপাত করে নাই। আমি এবারে যবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধিৎসার আলোকে আলোচ্য মূর্তিগুলি পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। ইহার ফলে, যবদ্বীপের অন্তর্গত প্রাম্বানানের শিব-মন্দিরের গাত্রে খোদিত বারোটী প্রস্তরময় মূর্তিতে বৈদিকযুগের দেবতাদের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

(১) ইন্দ্র

(২) বৃহস্পতি

(৩) অগ্নি
(৪) যম
(৫) ব্রহ্মণস্পতি
(৬) নৈঋত
(৭) সূর্য্য
(৮) বরুণ
(৯) বায়ু
(১০) সোম
(১১) বিশ্বকর্ম্মণ
(১২) শিব

ইহার মধ্যে ব্রহ্মণস্পতির মূর্তির অনুরূপ কোনও মূর্তি ভারতবর্ষের কোথাও দেখা যায় না। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ব্রহ্মণস্পতির উল্লেখ আছে।

"ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত ॥"

অর্থাৎ, "দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বকালে ব্রহ্মণস্পতি কর্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল ॥" যে সূক্তে উদ্ধৃত বাক্য স্থান পাইয়াছে তাহাতে দেবতাদিগের কর্মবৃত্তান্ত ও সর্বপ্রথম আবির্ভাবের বিষয় সুস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। এই সূক্তে সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মণস্পতি কিরূপে অবিদ্যমান

হইতে বিদ্যমান বস্তু সৃষ্টি করিলেন তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীনকালের বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্মকারের শিল্প-কৌশলের উল্লেখ করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,—"কর্মকার যেরূপ ভস্ত্রা (জাঁতা) অর্থাৎ বায়ুযন্ত্র-বিশেষের সাহায্যে অগ্নির উত্তাপ বৃদ্ধি করিয়া প্রস্তর-মিশ্রিত ধাতুপিণ্ড হইতে ধাতু নিষ্কাশিত করেন সেইরূপে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মণস্পতি অবিদ্যমান হইতে দেবতা ও অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করিলেন।"

উপরোক্ত সোম নামে দেবতার মূর্তি দেখিয়া আমি স্থির করিতে পারিলাম না যে, ইহা চন্দ্রের মূর্তি কিম্বা সোমলতা নামে সুপ্রসিদ্ধ বেদোক্ত লতাবিশেষের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার মূর্তি। ইহার কারণ, আলোচ্য সোমমূর্তির দক্ষিণহস্তে পত্রযুক্ত একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষশাখা রহিয়াছে যাহার সহিত চন্দ্রের কোনও সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলে সোমকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে—

"জরতীভিরোষতীভিঃ পর্ণেভিঃ শকুনানাং।
কার্মারো অশ্মভির্দ্যুভির্হিরণ্য বংতমিচ্ছতীং দ্রায়েংদো
পরি স্রব॥

অর্থাৎ "দেখ, শুষ্ক বৃক্ষশাখা, পক্ষীর পক্ষ ও শাণ দিবার জন্য উজ্জ্বল প্রস্তর এই কয় বস্তুর সহযোগে কর্মকার বাণ প্রস্তুত করিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তিকে অন্বেষণ করেন। অতএব হে সোম,

সোমমূর্তি, প্রাম্বানান্

অবলোকিতেশ্বর, বেয়ন

ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও॥" এই সোম যে চন্দ্রদেব নহেন, সোমলতার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা তাহা সুনিশ্চিত।

স্বনাম-প্রসিদ্ধ সোমলতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, "ইহার ১৫টী পত্র। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে শুক্লপক্ষের ১৫ দিনে প্রত্যহ একটী করিয়া এই লতার পত্র উদ্গত হয়, এবং কৃষ্ণপক্ষের ১৫ দিন প্রত্যহ একটী করিয়া সেই ১৫টী পত্র ঝরিয়া যায়।" এক্ষণে বক্তব্য, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিবেন যে, আলোচ্য প্রাম্বানানের সোমমূর্তি (১) চন্দ্রের মূর্তি কিম্বা (২) সোমলতার অধিষ্ঠাতৃ দেবতার মূর্তি, অথবা (৩) এই দুই দেবতার সংমিশ্রিত ভাব হইতে এই মূর্তি গঠিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত বারোটী মূর্তি ব্যতীত প্রাম্বানানের শিব-মন্দিরের প্রস্তরময় গাত্রে আরও পাঁচটী মূর্তি আছে যাহাতে প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক যুগের প্রভাব অনুভূত হয়।

(১) কার্তিকেয়
(২) কামদেব
(৩) কুবের
(৪) নারদ
(৫) হনুমান

এতদ্ব্যতীত, রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলী অবলম্বনে প্রাম্বানানের শিব-মন্দিরের গাত্রে খোদিত একাধিক পাষাণময়

মূর্তি-সম্বলিত ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তরময় আখ্যান দেখা যায় যাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনেতিহাস আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত। বালক শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তাড়কাবধের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া বানর কটকের সহায়তায় লঙ্কার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য সমুদ্রের উপর সেতু-নির্মাণ পর্যন্ত অনেকগুলি ঘটনা প্রস্তরময় চিত্রে অনুদিত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক ঘটনার কথা স্বতন্ত্র প্রস্তরময় ফলকে স্থান পাইয়াছে—ঋষ্যশৃঙ্গ, বিশ্বামিত্র, দশরথ, কৌশল্যা, রাম, লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন, তাড়কা, জনক, সীতা, পরশুরাম, রাবণ, জটায়ু, হনুমান, সুগ্রীব, বালি, এইরূপে রামায়ণোক্ত মূর্তি সকলের ও তাহাদের কার্য্যাবলীর সংবাদ পাওয়া যায়। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের গাত্রে খোদিত অশ্লীলতার, অনুরূপ কোনও কিছুর লেশমাত্র নিদর্শন প্রাম্বানানের কোনও মন্দিরের কোথাও নাই। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের ভিতর দিয়া বীরত্বের কাহিনী একটীর পর একটী প্রস্তরময় ফলকে অভিব্যক্ত। বৃহত্তর ভারতে হিন্দু-চরিত্রের উচ্চ আদর্শ এই পাষাণময় রামায়ণে যেভাবে বর্ণিত রহিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রাম্বানানের শিব-মন্দিরে যেমন প্রাচীনতম বৈদিকযুগের দেবতাদের প্রস্তরময় মূর্তিসকল দেখা যায় ও পরবর্তী রামায়ণের যুগের পৌরাণিক ইতিহাসোক্ত ঘটনাবলীর পাষাণময় বৃত্তান্তের সংবাদ পাওয়া যায়, সেইরূপ এখানকার বিষ্ণু-মন্দিরের গাত্র-

সংলগ্ন দেবদেবীর মূর্তি সকলের ভিতর দিয়া মহাভারতের যুগের কেন্দ্র-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জীবনেতিহাসে বৃন্দাবন-লীলার অনেকগুলি অধ্যায়ের সারাংশ যাহা পাষাণের ভাষায় অনুদিত হইয়া রহিয়াছে তাহার-ও সংবাদ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রস্তর-ফলকে খোদিত একাধিক মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-জীবনের ঘটনাবিশেষ অবলম্বনে রচিত। বালক কৃষ্ণ কিরূপে মা যশোদার হস্তে শাস্তিভোগ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে পুতনাবধ করিলেন, কিরূপে ধেনুক বধ হইল, কিরূপে কালিয়দমন হইল, কিরূপে তৃণাবর্ত বধ হইল, অরিষ্ট বধ হইল, প্রলম্ব বধ হইল, অঘাসুর বধ হইল, এইরূপে ঘটনার পর ঘটনা বিবৃত। এই সকল দৃশ্যাবলীর অনেকগুলিতে রাখাল বালকদের বহু সুন্দর মূর্তি স্থান পাইয়াছে। বাৎসল্য-প্রেম, সৌখ্য প্রেম ও বীরত্বের কাহিনীতে ভরা আলোচ্য প্রস্তর-ফলকগুলির কোথাও লাস্যময় ভাবের ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই।

প্রাম্বানানের বিষ্ণু-মন্দিরের আলোচ্য প্রস্তরময় আখ্যান-গুলির কোথাও শ্রীরাধার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে সময়ে বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত যবদ্বীপে উক্ত বিষ্ণু-মন্দির নির্মিত হইয়াছিল সে সময়ে ভারতবর্ষে শ্রীরাধার রূপ কোনও পুরাণকর্তা কল্পনা করেন নাই। বাস্তবিক, মহাভারত, হরিবংশ ও ভাগবতের কোথাও যখন "রাধা" শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না তখন পদ্মপুরাণ, ব্রহ্ম-

বৈবর্ত্ত পুরাণ ও অন্যান্য উপপুরাণোক্ত রাধা-চরিত্র কল্পিত হইবার পূর্বসময়ে যে যবদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশিকরা গমন করিয়াছিলেন, এই অনুমান অসঙ্গত নয় বলিয়া মনে হয়। পদ্মপুরাণের ভিতরকার প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, এই পুরাণ বৌদ্ধ ভারতে শূদ্র রাজাদের সমকালে বা পরবর্ত্তী সময়ে কলিযুগের প্রভাতকালে সূর্য্যালোকে লিখিত লইয়াছিল। প্রাম্বানানের বিষ্ণু-মন্দিরের আলোচ্য শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রস্তরময় আখ্যানের প্রমাণ হইতে পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রচনাকাল নির্দ্ধারণ করা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের পক্ষে কঠিন হইবে না। এই দুইখানি পুরাণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দেহ করিয়া থাকেন তাঁহাদের চক্ষে প্রাম্বানানের বিষ্ণু-মন্দিরের ভাস্কর্য্যের মূল্য সমধিক বলিয়া মনে হইবে। সে যাহাই হউক, যবদ্বীপের অন্তর্গত প্রাম্বানান ব্যতীত আর-ও বহু মন্দিরময়ম্ স্থান আছে যেখানে উদ্যমশীল প্রত্নতাত্ত্বিক জীবনব্যাপী গবেষণা করিলে এমন সকল অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন যাহার আলোকে শুধু পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বয়স নির্ণয় কেন, দেশে ও বিদেশে আর্য্য সভ্যতার বৈচিত্রময় গতি সম্বন্ধে যুক্তিসহ সত্য ঘটনা ও উপাদেয় তথ্য সকল আবিষ্কৃত হইতে পারে।